

ডেমোক্র্যাটদের 'ভিশন' সংকট : ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক 'প্রোডাক্টিভ'

মন্তব্য নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মামদানীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডেমোক্র্যাট পার্টির 'ভিশন' বা ভবিষ্যত সংকট রয়েছে বলে তীব্র সমালোচনা এবং ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাড়লো 'অ্যান্টি আমেরিকান' ব্যক্তিদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের ভিসা নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। নতুন এই পদক্ষেপে এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্য করা হচ্ছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ (অ্যান্টি আমেরিকান) হিসেবে তালিকায় থাকা দেশগুলোর স্বার্থে কাজ করে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৬ জনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যদিও তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

এছাড়া নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রেও নতুন করে কঠোর মানদণ্ড ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 30 / April 20, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ৩০ ‖ সোমবার, এপ্রিল ২০, ২০২৬, বৈশাখ ০৭, ১৪৩৩ ‖ জিলকদ ০১, ১৪৪৭

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ছাড়াই আইস কর্মকর্তা নিয়োগ!

এপির অনুসন্ধানে বেরিয়ে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর নতুন করে নিয়োগ পাওয়া কিছু কর্মকর্তাকে নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়ার কারণে কিছু কর্মকর্তা পূর্ণাঙ্গ যাচাই ছাড়াই কাজ শুরু করেছেন, যাদের অতীতেও আর্থিক ও আইনি সমস্যার নজির রয়েছে।

এপি জানায়, সম্প্রতি আইস তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রায় ১২ হাজার নতুন কর্মকর্তা ও বিশেষ এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে সংস্থাটির জনবল দ্বিগুণ করা হয়েছে। এই নতুন সদস্যদের মূল দায়িত্ব হলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপক অভিবাসন বিরোধি অভিযান পরিচলনায় দায়িত্ব পালন করা। এজন্য কংগ্রেস থেকে ৭৫ বিলিয়ন ডলারের তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আইসকে।

তবে এত দ্রুত এই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় সংস্থার ভেতরে এবং বাইরে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কারণ, এই পদগুলো অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

এপি তাদের তদন্তে ৪০ জনের বেশি নতুন কর্মকর্তার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে, ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্বরাজনীতিতে দুই সিলেটি কন্যার বাজিমাত

বৃটেনে রুশানারার পর কানাডায় ডলির রাজনৈতিক উত্থান





শাহ্ এ সুমন, নিউইয়র্ক : বিশ্ব রাজনীতির সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি আর প্রান্তিক কোনো বাস্তবতা নয়; বরং তা ক্রমেই মূলধারার শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সিলেটি কন্যা নামে পরিচিত দুই নারী ডলি বেগম এবং রুশানারা আলী। ভিন্ন দুই দেশে তাঁদের রাজনৈতিক উত্থান শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, অভিযোজন এবং প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব প্রতিফলন। ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'পরিবারিক সহিংসতা'

পাষণ্ড পিতার গুলিতে প্রাণ ঝরলো ৭ সন্তানের

আরেক শিশুও নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে এক হৃদয়বিদারক গুলিবর্ষণের ঘটনায় পাষণ্ড পিতার হাতে ৭ শিশু সন্তান প্রাণ হারালো। এছাড়াও আরেক শিশুও গুলিতে নিহত হয়। এ ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ওই হামলাকারী সাত শিশুর পিতা শামার এলকিনসও নিহত হয়েছেন।

সিএনএন পুলিশের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানায়, এটি সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ পারিবারিক সহিংসতা ও রক্তাক্তের ঘটনা, যা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শোক ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নিহত শিশুদের মধ্যে সাতজনই হামলাকারী এলকিনসও'র নিজের সন্তান।

ঘটনাটি ঘটে লুইজিয়ানার শ্রিভপোর্ট শহরে রোববার সকালে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে এক ব্যক্তি তিনটি বাড়িতে ঢুকে বেপরোয়া সহিংস গুলি চালায়। নিহত শিশুদের বয়স ছিল ১ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। ঘটনাটিকে ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জালিয়াতি রোধে

আইআরএস'র 'হুইসেলব্লোয়ার' সতর্কতা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) একই সঙ্গে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও তথ্য প্রকাশ করেছে। একদিকে কর জালিয়াতি ও অনিয়ম শনাক্তে নতুন হুইসেলব্লোয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে, অন্যদিকে চলতি কর মৌসুমে গড় ট্যাক্স রিফান্ড গত বছরের তুলনায় ১১.২ শতাংশ বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই দুই খবর কর ব্যবস্থায় একদিকে কঠোরতা এবং অন্যদিকে করদাতাদের জন্য আর্থিক স্বস্তির চিত্র তুলে ধরছে। আইআরএস বৃহস্পতিবার (আইআর-২০২৬-৫৪) ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আইস ডিটেনশনে মৃত্যুহার বাড়ছে

গবেষণা প্রতিবেদন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) হেফাজতে থাকা অভিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে বলে নতুন এক গবেষণায় জানানো হয়েছে। চিকিৎসক ও গবেষকরা বলছেন, এই প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি ব্যবস্থাগত দুর্বলতা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। মেডিকেল জার্নাল মেডিকেল জার্নাল জে এ এম এ তে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে আইস হেফাজতে ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এক বছরে ডিওজে'র ৩ সহস্রাধিক আইনজীবীর পদত্যাগ

মামলার কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বা ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের (ডিওজে) অধীনে দায়িত্বরত ৩ হাজারের বেশি আইনজীবি বা প্রসিকিউটর গত এক বছরে চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এর মধ্যে নতুন নিয়োগ তুলনামূলক ৩০ শতাংশেরও কম। এতে করে বিচার বিভাগের আইনী কার্যক্রমে মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতার আশঙ্কা করছেন সাবেক আইনজীবি ও ডিওজে কর্মকর্তারা।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিচার বিভাগ থেকে ৩,৩০০-এর বেশি আইনজীবী চাকরি ছেড়েছেন বলে সরকারি তথ্য থেকে জানা গেছে। এর বিপরীতে নতুন নিয়োগ হয়েছে মাত্র প্রায় ৮০০ জন। ফলে জনবল ঘাটতি এবং অভিজ্ঞতার অভাব দুটোই একসঙ্গে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউএসটুডে তাদের প্রতিবেদনে বলছে, যারা পদত্যাগ করেছেন তাদের গড় অভিজ্ঞতা ছিল প্রায় ১৪ বছর। এর মধ্যে প্রায় ৭৪০ জন নেতৃত্বস্থানীয় পদে ছিলেন। ফলে শুধু সংখ্যায় নয়, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ডিওজের সাবেক ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব

অর্থনৈতিক মন্থরতায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নেপালে। গতির মন্থরতায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। যুদ্ধের প্রভাবে প্রায় সব দেশেরই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধির দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত। মন্দার মধ্যেই দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এমনকি এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বেশি হচ্ছে। তবে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার এখনো অনেক বেশি। চলতি অর্থবছর শেষে এ ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

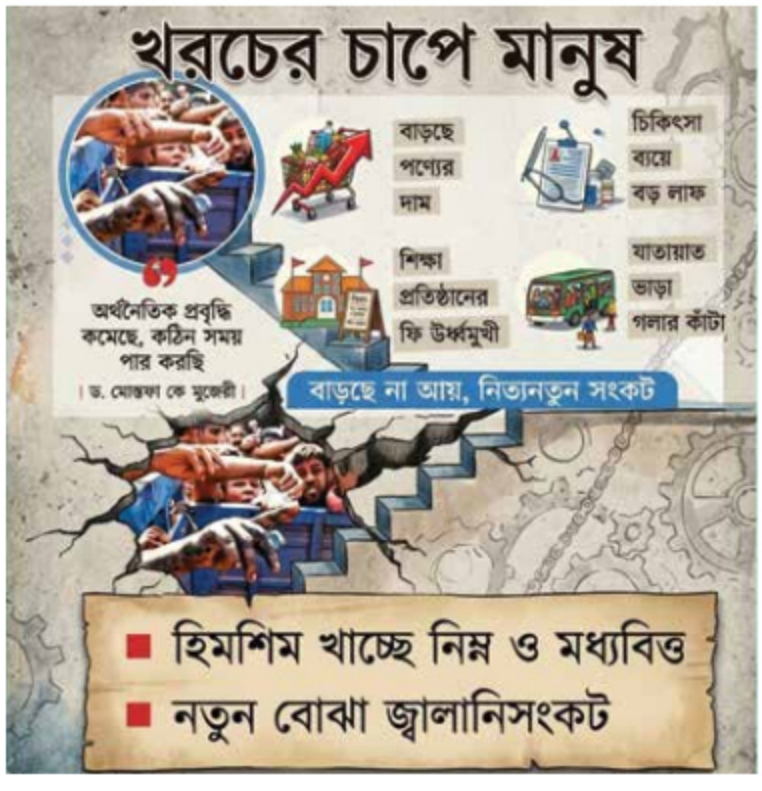
বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ খরচ, খরচ আর খরচ- এই এক শব্দেই যেন আটকে গেছে মানুষের জীবন। বাজারে ঢুকলেই দাম বাড়ার ধাক্কা, আর সেই ধাক্কা সামলাতেই হিমশিম নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা। পণ্যের দাম বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হাসপাতালের বিল, স্কুল-কলেজের ফি, এমনকি যাতায়াত, বাসাভাড়াও। কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের আয় বাড়ছে না। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানিসংকট হয়েছে নতুন বোঝা।

জ্বালানি সংকটে বেড়েছে পরিবহন ব্যয়। যার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বেড়েছে। চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ছে চাকার ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনে। দেশে রাইড শেয়ারিং খাতে জড়িত অন্তত ১০ লাখ মানুষ। পাঠাও ও উবার মিলিয়ে নিবন্ধিত চালকের সংখ্যা কয়েক লাখ। এই বিশাল কর্মসংস্থানের বড় অংশই এখন জ্বালানি সংকটে অনিশ্চয়তায়। লাইনে দাঁড়িয়ে তেল নিতেই তাদের অর্ধেকের বেশি সময় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উপার্জনও আগের চেয়ে সীমিত হয়েছে। এ ছাড়া শপিং মল, মার্কেট সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যবসায়ীরাও চাপে পড়েছেন।

ফলে সীমিত আয়ের মানুষ, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি দিনদিন খরচের চাপে চ্যাপটা হচ্ছে।

রাজধানী থেকে শুরু করে জেলা শহর- সব জায়গাতেই একই চিত্র। বাজারে গিয়ে অনেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা কমিয়ে দিচ্ছেন, কেউ কেউ খালি হাতে ফিরছেন। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণ দূরের কথা, নিত্যদিনের খাবার জোগাড় করাই হয়ে উঠছে কঠিন। শুধু খাবার নয়, চিকিৎসা আর শিক্ষার খরচও বেড়ে যাওয়ায় চাপ আরও বেড়েছে।

চিকিৎসা খাতে পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক। দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে ঋণ নিচ্ছে বা সুদের টাকায় চিকিৎসা চালাচ্ছে। পরে



সেই টাকা শোধ করতে গিয়ে জমিজমা বিক্রি করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। টাকা খরচ করেও অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসাসেবা মিলছে না। এতে মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। গত এক মাসে হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৭ শিশুর। আর উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৭৪ শিশুর। এতেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভঙ্গুর চিত্র চোখে পড়ে। শিক্ষা খাতেও একই অবস্থা। সন্তানদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। স্কুলের বেতন, কোচিং, প্রাইভেট টিউটর, বই-সব মিলিয়ে খরচ বেড়েছে ৬০-৯০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে এই চাপ আরও বেশি। ফলে অনেক দরিদ্র পরিবারই বাধ্য হয়ে সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে। বেসরকারি এক গবেষণা বলছে, বর্তমানে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী কোনো না কোনো পর্যায়ে ঝরে পড়ছে, যার বড় কারণ দারিদ্র্য। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষার পেছনে গড় খরচ বেড়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। এমনকি দেশের প্রায় ৭ শতাংশ পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে বাসা ভাড়া, যাতায়াত খরচ ও নিত্যদিনের অন্যান্য ব্যয়ও বেড়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি চাকরিজীবীরা সবচেয়ে বেশি বিপাকে আছেন। তাদের বেতন খুব একটা বাড়ছে না, ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে হামে মৃত্যুর অধিকাংশই 'পুষ্টিহীনতায়'



- ৩৩ দিনে ২১১ শিশুর মৃত্যু
- মায়েরও টিকা দেওয়ার পরামর্শ
- হামের প্রকোপ কিছুটা কমেছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাংলাদেশে গত ৩৩ দিনে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ২১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, মৃত শিশুর অধিকাংশই ছিল পুষ্টিহীনতা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মায়ের গর্ভ থেকে যে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে জন্মানোর কথা, শিশুরা সেই রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে জন্মাচ্ছে না। এর নেপথ্য কারণ হতে পারে মায়েদের রোগপ্রতিরোধে ঘাটতি থাকা। মায়েদেরও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় শিশুরও সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। সেজন্য পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ জনস্বাস্থ্যবিদদের। পাশাপাশি তারা বলছেন, সরকার ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর হামের টিকা দেওয়ার পরও যদি হাম নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে মায়েদেরও টিকার বিষয়ে ভাবতে হবে।

গত শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস অ্যান্ড কন্ট্রোলরুমের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে তার আগের ২৪ ঘণ্টায় হামে তিন শিশু এবং হামের লক্ষণ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত হাম ও হামের লক্ষণ নিয়ে ২১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামে মৃত্যু হয়েছে ৩৭ শিশুর এবং লক্ষণ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৭৪ শিশুর। হাম সন্দেহজনক রোগী ২১ হাজার ৪৬৭ জন, হাসপাতালে ভর্তি ১৩ হাজার ৮৯৮ এবং ছাড়পত্র পেয়েছে ১১ হাজার ২৪৩ জন। হাম শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার ১৯২ শিশুর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদ রায়হান বলেন, 'যারা মারা গেছে, বেশিরভাগই পুষ্টিহীন। স্বাস্থ্যবান শিশু মারা যাচ্ছে না বললেই চলে। অপুষ্টির কারণে এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তারা সারভাইভ করতে পারছে না। দেশে পুষ্টির ঘাটতি আছে। এখন সমন্বিত ড্রাইভ না দিলে এখান থেকে আমাদের রেহাই নেই। যে ভাইরাল অ্যাটাকই হোক না কেন, পুষ্টিহীন শিশুরা সবার আগে সাফার করবে। শুধু মিজেলস না। অন্য কিছু হলেও তারা ঝুঁকিতে পড়বে। সে ক্ষেত্রে ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিরোধী দলের আন্দোলন

কৌশলে মোকাবিলা করবে বিএনপি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় ঐক্যের আন্দোলনকে এখনো ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে না ক্ষমতাসীন দল বিএনপি। তাই এ প্রশ্নে পালটাপালটি বা কঠোর অবস্থানে না গিয়ে বিষয়টি 'কৌশলে' মোকাবিলা করার পক্ষে দলটি। বিশেষ করে বাদ পড়া ১৬টি অধ্যাদেশ সংসদে আবার উপস্থাপন করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণ করে জনমনে দলের ইতিবাচক অবস্থানও স্পষ্ট করবে বিএনপি। দলটি মনে করে, ১৬টি অধ্যাদেশ নিয়ে মাঠ গরম করে বিরোধী দলগুলো পক্ষান্তরে বিএনপির জনপ্রিয়তা কমাতে চায়। তাই যাচাই-বাছাই শেষে এ সংক্রান্ত বিল সংসদে এনে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সরকারি দলের নেতারা বলছেন, যেসব অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি, সেগুলো অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনে উপস্থাপন করা হয়নি। কিন্তু কিছু মহল সরকার এসব 'অধ্যাদেশ বাদ দিয়েছে' বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিএনপির অবস্থান হচ্ছে, যে জুলাই সনদে দল সই করেছে, তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে খাল খনন, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ জনকল্যাণে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সরকার যখন বাস্তবায়ন শুরু করেছে, তখন কর্মসূচি দেওয়া দুরভিসন্ধিমূলক। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হলে তা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে-এমন আলোচনাও আছে বিএনপিতে। একই সঙ্গে বিরোধী দলের আন্দোলন নিয়ে ইতোমধ্যে নেতাকর্মীদের সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

একাধিক বিএনপি নেতা বলেন, জনমনে আলোচনায় থাকার জন্য বিরোধী দল হিসাবে জামায়াতসহ ১১ দলীয় ঐক্য আন্দোলন করবে এটি স্বাভাবিক। কেউ কেউ একে রুটিন কাজ বলেও মনে করেন। তবে এ নিয়ে পালটা কোনো কর্মসূচির কথাও ভাবছে না বিএনপি। তাদের মতে, যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলসহ দেশে নানা সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এর জন্য সরকার দায়ী নয়। বিএনপি নেতারা আশা করেন, বিরোধীদলীয় নেতারাও এক সময় উপলব্ধি করবেন যে, এই মুহূর্তে এমন কোনো কিছু করা উচিত নয়, যা জনগণ অপছন্দ করবে। কারণ বিএনপি ইতোমধ্যে পরিষ্কার করেছে, যে জুলাই সনদে সই করেছে, তা বাস্তবায়ন করা হবে। এটি দলের অঙ্গীকার। গণভোট নিয়েও বিএনপি ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারপরও এই ইস্যু ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এশিয়ায় নিজ বলয় হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মিত্ররা ঝুঁকছে প্রতিপক্ষের দিকে

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

ডেস্ক রিপোর্ট: ইরান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। গত বছর পর্যন্তও এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ও কৌশলগত সহযোগী দেশগুলো পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মেনে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা এড়িয়ে চলত। জ্বালানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ আরেক দেশ ইরানের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল খুব সামান্য। তবে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এই পুরো দৃশ্যটাই বদলে দিয়েছে।

যুদ্ধের প্রভাবে তেলের বাজারে যে ধাক্কা লেগেছে, তাতে এশিয়ার অনেক দেশের নাজেহাল অবস্থা। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে মস্কো ও তেহরানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক বা একটু কথা বলাই এখন তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার একজন বিশেষ দূত পারস্য উপসাগরে আটকে পড়া জাহাজগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। একই দিন তেল কিনতে মস্কো পৌঁছান ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পার হওয়া তেলের প্রায় ৮০ শতাংশরই গন্তব্য ছিল এশিয়া। যুদ্ধের কারণে হঠাৎ তেলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফিলিপাইনের মতো তেলের কম মজুত রাখা দেশগুলো এখন সরবরাহ বাড়ানোর বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হিমশিম খাচ্ছে। যুদ্ধ কত দিন চলবে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট

The New York Times

ট্রাম্পের অস্পষ্ট বার্তার কারণে এশিয়ার অনেক নেতা এখন নিজেদের দেশের তেলের চাহিদা মেটাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে ঝুঁকছেন।

ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি অনেক দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বলয় থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করছে।

এর মানে দাঁড়াল, এশিয়ার বেশ কিছু দেশ কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইরান ও রাশিয়ার তেল কিনছে। ওয়াশিংটন বৈশ্বিক জ্বালানিসংকট নিরসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করায় এটা সম্ভব হচ্ছে। গত মাসে ফিলিপাইন পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের প্রথম চালান হাতে পেয়েছে।

সাত বছরের বিরতি শেষে চলতি সপ্তাহে ভারতেও আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের অপরিশোধিত তেল পৌঁছেছে।

এই লেনদেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের কোনো ইঙ্গিত না দিলেও আদতে তা আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই সহায়তা করছে।

চিন্তন প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের এশিয়া প্রোগ্রামের ডেপুটি ডিরেক্টর হুয়াং লে থু বলেন, 'ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি অনেক দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বলয় থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করছে।' যদিও এই পরিস্থিতিতে ইরান ও রাশিয়া থেকে এশিয়ায় কী পরিমাণ তেল ঢুকতে পারবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়।

আবার দৃশ্যপটে পুতিন

এশিয়ার অনেক দেশের জন্য রূঢ় বাস্তবতা হলো, হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে তেল আমদানির উৎস খুবই সীমিত। এর মধ্যে অন্যতম হলো রাশিয়া। এই বৈশ্বিক জ্বালানিসংকট রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনকে বিশ্বমঞ্চে নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও গত সোমবার পুতিনের প্রশংসা করে বলেন, 'এই অনিশ্চিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি (পুতিন) অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছেন।'

২০২২ সালে পুতিন ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরু করেন। ওই সময় দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনসহ এ অঞ্চলে আমেরিকার কিছু মিত্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে রুশ তেল আমদানি বন্ধ করে দেয়। এর ফলে রাশিয়ার তেলের দাম ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল। তবে তেল-গ্যাস বাণিজ্যের তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান 'ভোরটেক্সা'র ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মে মাসে আইস প্রধান টড লায়ন্সের পদত্যাগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন দমন নীতির কেন্দ্রে থাকা সংস্থা ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান টড লায়ন্স আগামী মে মাসের শেষে দায়িত্ব ছাড়ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি বেসরকারি খাতে যোগ দেবেন।



অন্যদিকে আলাদা এক খবরে জানা গেছে, প্রশাসন ক্যামেরুন হ্যামিল্টনকে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির প্রধান হিসেবে মনোনয়নের পরিকল্পনা করছে।

প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ডিএইচএস সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন জানান, টড লায়ন্সের শেষ কর্মদিবস ৩১ মে। এরপর তিনি বেসরকারি খাতে কাজ শুরু করবেন।

ডিএইচএস এর অধীনে সংস্থা আইস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর কঠোর অভিবাসন নীতির প্রধান বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করেছে। এই নীতিকে ঘিরে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, আইসিই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বাকস্বাধীনতা ও ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিশেষ করে মিনেসোটায় জানুয়ারিতে দুই আমেরিকান নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব পদক্ষেপ সংখ্যালঘুদের জন্য অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছে।

তবে প্রশাসনের দাবি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার এবং অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে এই কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়।

এর আগে মার্চ মাসে ট্রাম্প সাবেক হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধানকে অপসারণ করে মুলিনকে নতুন দায়িত্ব দেন। একই সময়ে কংগ্রেসে অর্থায়ন নিয়ে মতবিরোধের কারণে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দীর্ঘ সময় ধরে কার্যত অচল অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে মিনিয়াপোলিসে এক আইস কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি একটি গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের দিকে অস্ত্র তাক করেছিলেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দাবি করেছেন, তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন।

২০২৫ সালের মার্চে ভারপ্রাপ্ত প্রধান হওয়ার আগে টড লায়ন্স আইসিই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, যেখানে তিনি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের কার্যক্রম তদারকি করতেন।

তিনি এর আগে একই শাখায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন এবং ডালাসে একজন অভিবাসন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

মুলিন লায়ন্সকে "দক্ষ নেতৃত্বের অধিকারী" বলে উল্লেখ করেছেন।



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ নয়, সংলাপই হোক সমাধান

মানবতার পক্ষে বিশ্বজাগরণ

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা শুধু একটি আঞ্চলিক সংকট নয়, বরং বৈশ্বিক অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠছে। পারমাণবিক হুমকি, সামরিক শক্তি প্রদর্শন এবং পাল্টাপাল্টি অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এর প্রভাব পড়ছে বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর।

তবে এই সংঘাতের সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের অভিঘাতে ধ্বংস হয় বসতি, বিপর্যস্ত হয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং বেড়ে যায় শরণার্থী সংকট। মানবতা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে–কেন এই ধ্বংস, কার জন্য এই রক্তপাত?

এমন পরিস্থিতিতে শক্তি প্রদর্শনের বদলে কূটনৈতিক সংলাপের পথই হওয়া উচিত প্রধান অগ্রাধিকার। পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করে আস্থা তৈরির মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন, যাতে সংঘাতের আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

বিশ্ব আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। তাই অস্ত্র ও সহিংসতার পরিবর্তে শান্তি, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।

মানবতাকে অস্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে এখনই সময় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। যুদ্ধ নয়, শান্তিই হোক আমাদের একমাত্র পথ –এই প্রত্যাশায় বিশ্ববাসীর সম্মিলিত কণ্ঠ আজ আরও জোরালো হওয়া প্রয়োজন। শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল দেশের নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে বিশ্বের শান্তি বজায় থাকুক।



তাহলে গোলামিই আমাদের পছন্দ!

মাসুদ কামাল

গত দুই দিন ধরে আমি খুব সিরিয়াসলি যে কাজটি করার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের দাম বিশ্লেষণ। এ ধরনের বিশ্লেষণ বছর কয়েক আগে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে করতে দেখতাম। তিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানি করতেন। সেখানকার কোন স্টেটে কোন পণ্যের কেমন দাম, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। আমার অবশ্য সে রকম কোনো পরিকল্পনা নেই। আমি বরং উল্টা চিন্তা থেকে সেখানকার দাম দেখার চেষ্টা করছি। ভাবছি–ওখান থেকে যদি আলু, টমেটো, গাজর এসব আমরা আমদানি করি, আমি কিনতে পারব কি না।

এই দুই দিনে যেসব তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারলাম, তা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের এক এক স্টেটে এই সব পণ্যের দামে বেশ পার্থক্য আছে। তারপরও গড় করলে যা দাঁড়ায় তা দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলাম। ওদের হিসাব ডলারে, সেটাকে কেজিতে কনভার্ট করে দেখলাম–আলু প্রতি কেজির দাম ১.১০ ডলার থেকে ১.৫০ ডলার পর্যন্ত। অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ১৩৪ টাকা থেকে ১৮০ টাকার মতো। টমেটো প্রতি কেজি ৫৩৪ টাকা (৪.৩৪ ডলার), গাজর ৩৬৩ টাকা (২.৯৫ ডলার), লাল বাঁধাকপি প্রতি কেজি ৩২৯ টাকা (২.৬৭ ডলার), পেঁয়াজ ১১৫ টাকা (০.৯৩ ডলার)! কিনতে পারব আমরা? ওরা কিনতে পারে, ওরা ডলারে আয় করে ডলারে ব্যয় করে। আমরা টাকায় আয় করে ওই দামে কীভাবে কিনব?

এসব হিসাব কিন্তু এমনি এমনি করছিলাম না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুল আলোচিত বাণিজ্য চুক্তির যে কিছু কিছু তথ্য বের হয়ে এসেছে, তা দেখেই এই কৌতূহল অনুভব করেছি। এরই মধ্যে এই চুক্তিকে 'দেশবিরোধী এবং দাসত্বমূলক' বলে দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ আখ্যায়িত করেছেন। অনেকের মতে, দেশের দৃশ্যমান প্রধান সমস্যা যে জ্বালানি সংকট, তার চেয়েও ভয়াবহ এই গোলামি চুক্তি। এমনকি বহুল নিন্দিত ভারতের সঙ্গে '২৫ বছরের গোলামি চুক্তি'র চেয়েও এটা ভয়াবহ। এই চুক্তির একটা ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে প্রতিবছর ৩৫০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করতে হবে! এই কৃষিপণ্য আমদানি করে আমরা করবটা কী? কৃষিপণ্য বলতে আলু, গাজর, টমেটো, বাঁধাকপি, ব্রকলি–এসবই তো। সেগুলো ওখানকার দামে কিনে আমরা কী করব? কোথায় বেচব? আমাদের বাজারে আলু এখন ২৫ থেকে ৩০ টাকা। সেটা রেখে ১৫০ টাকায় আমেরিকান আলু কেউ কিনবে? কেন কিনবে? শুনি গুলশানের কিছু কিছু সুপার মার্কেটে নাকি বিদেশি কৃষিপণ্য পাওয়া যায়। সেখানে বিদেশি গাজর বিক্রি হয় হাজার টাকা কেজি দরে, এক কেজি অস্ট্রেলিয়ান বিফের দাম ৬ হাজার টাকার বেশি! হয়তো বিদেশি দূতাবাসের কেউ কেউ নিজেদের মতো করে সেসব কিনে থাকেন। কিন্তু সেই বাজারটা নিশ্চয়ই খুবই ছোট, হাতে গোনা যাবে। ৩৫০ কোটি ডলারে কত টাকা হয়? ৪৩ হাজার ১০৫ কোটি টাকার মতো। এত টাকার কৃষিপণ্য আমদানি করে আমরা তা নিয়ে কী করব? আমাদের কি অত দরকার আছে? অথবা সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যেরই বা কী হবে?

বাণিজ্য চুক্তিটি কতটা ভয়াবহ, কতটা গোলামি মনোভাবাপন্ন, সেটা বুঝতে খুব বেশি গভীরে যেতে হয় না। এই কদিন আগে একটা খবর বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখা গেল–রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কিনতে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আরও দুই মাসের জন্য অনুমতি দিয়েছে। খবরটা একটু ডিটেইলে পড়ে জানা গেল, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ১২ মার্চ থেকে ৩০ দিনের জন্য আমাদের একটা অনুমতি দিয়েছিল। সেটার মেয়াদ শেষ হয় গেছে ১১ এপ্রিল। এরপর আবার ৬০ দিনের জন্য অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ ৯ জুন পর্যন্ত আমরা রাশিয়া থেকে তেল কিনতে পারব। এরপর আবার কিনতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন করে অনুমতি পেতে হবে। এমন একটা খবর কি আমাদের লজ্জিত করেনি? ক্রেতা বাংলাদেশ আর বিক্রেতা রাশিয়া, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি কেন লাগবে? এমন প্রশ্ন হয়তো আপনার মনেও জাগতে পারে। কিন্তু তার কোনো সদুত্তর আপনি কারও কাছ থেকেই পাবেন না। আপনি লজ্জিত হচ্ছেন, আমি লজ্জিত হচ্ছি, কিন্তু সরকার লজ্জিত হচ্ছে না। কারণ, তারা এমন একটা চুক্তিই তো করেছে।


যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি কেজি আলুর দাম ১.১০ ডলার থেকে ১.৫০ ডলার পর্যন্ত উঠেছে। ছবি: পেক্সেলস

> বর্তমান নির্বাচিত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিকে বয়ে বেড়াচ্ছে কেন? চুক্তিটা যে মন্দ, আমাদের দেশের স্বার্থবিরোধী, সেই কথাগুলো পর্যন্ত বিএনপি সরকার উচ্চারণ করছে না কেন? এই যে এখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছে, সেখানে এক দিনের জন্যও এই প্রসঙ্গটি উঠল না, আলোচনা হলো না! কেন?

এই চুক্তিটি হয়েছে গত ফেব্রুয়ারিতে, জাতীয় নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে। ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার অতি আগ্রহের সঙ্গে চুক্তিটি সম্পাদন করেছে। নির্বাচনের তিন দিন আগে, মানে চুক্তিটি করার সময়ই তারা জানত–এটি বাস্তবায়নের দায় তাদের নেই। নতুন যে সরকার আসবে, তাদের এই বিশাল সমস্যা বয়ে নিতে হবে। ড. ইউনূস সরকার এমন একটা অপকর্ম যে করেছে, সেটা নিয়ে আমার মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই। তারা করতেই পারে। তারা তো ক্ষমতায় বসেই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেখানকার নাগরিকদের জিয়াফত করে নিয়ে এসেছিল এই জাতিকে রাষ্ট্র, শাসনপদ্ধতি, সংস্কার–এসব শেখানোর জন্য। কাজেই তারা এ কাজ করতেই পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান নির্বাচিত সরকার সেই গোলামি চুক্তিকে বয়ে বেড়াচ্ছে কেন? চুক্তিটা যে মন্দ, আমাদের দেশের স্বার্থবিরোধী, সেই কথাগুলো পর্যন্ত বিএনপি সরকার উচ্চারণ করছে না কেন? এই যে এখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছে, সেখানে এক দিনের জন্যও এই প্রসঙ্গটি উঠল না, আলোচনা হলো না! কেন?

বিশাল বিজয়ের পর বিএনপি যখন তাদের ক্যাবিনেট গঠন করল, যে প্রশ্নটি সবার মনেই এসেছে–মন্ত্রিসভায় ড. খলিলুর রহমান কেন? কেন এমন একজন লোককে বিএনপি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানাল? ড. খলিল ছিলেন ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা। সেই সঙ্গে ছিলেন রোহিঙ্গাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ। ওই সরকারে থাকাকালীন তাঁর সাফল্যের দিকে তাকালে একটা বিশাল শূন্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তারপরও এমন একজন লোককে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বসিয়ে দেওয়ার পেছনের কারণটি কী হতে পারে? সন্দেহ নেই এই বিষয়টি বিএনপি সরকারের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। এর আগে এ রকম নির্বাচন পরিচালনাকারী নির্দলীয় সরকারের কোনো উপদেষ্টাকে নির্বাচিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানোর উদাহরণ নেই। এ রকম করলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হতে পারে। মানুষ মনে করতে পারে, এই উপদেষ্টা নির্বাচনের সময় ক্ষমতা খাটিয়ে বিজয়ী দলের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। বিষয়টা বিএনপির নেতৃত্ব বোঝেন না, এমনটা আমি মনে করি না। সব জেনে-বুঝেই তারা খলিলকে আত্তীকরণ করেছে। কিন্তু কেন? কেন জেনেশুনে এই বিষ পান?

ঠিক এখানেই চলে আসে আমেরিকা কানেকশনের বিষয়টি। কেউ কেউ এখনে লন্ডন বৈঠকের বিষয়টিও উচ্চারণ করেন। আমি অত দূর যাচ্ছি না। তবে অন্য একটা সন্দেহ করতেই পারি। চুক্তিটা ছিল বাণিজ্য চুক্তি। সেখানে বাণিজ্য উপদেষ্টা থাকলেই হয়ে যায়। নিরাপত্তা উপদেষ্টার সেখানে কী কাজ? তারপরও তিনি ছিলেন। কেন ছিলেন? তাহলে কিন্তু শর্তগুলো এ রকমই ছিল–চুক্তি করো, চুক্তিটি যাতে ঠিকঠাকমতো বাস্তবায়িত হয় তার জন্য তোমাদের নতুন সরকারে আমাদের একজন লোককে রাখতে হবে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দেখবেন আমাদের স্বার্থগুলো ঠিকঠাকমতো বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না। সংসদে এই চুক্তিটি নিয়ে কোনো আলোচনা না হওয়ার এটাই কি কারণ?

এখানে আর একটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে। চুক্তিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ড. খলিল একবার মিডিয়াকে বলেছিলেন, চুক্তির শর্তগুলো নিয়ে নাকি বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে তাঁদের আগেই কথা হয়েছিল। ওনার এমন দাবির বিষয়ে বিএনপি একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। তাহলে কি তারা আগেই জানত? সে জন্যই তারা এত দিন ধরে নিশ্চুপ থাকছে? জামায়াতের আমির অবশ্য দাবি করেছে তাদের সঙ্গে এসব নিয়ে কোনোই কথা হয়নি। আমির ডা. শফিকের কথা সত্য হলে ভাবতে হবে ড. খলিল মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু তখন আবার প্রশ্ন জাগে, জামায়াত তাহলে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদে কোনো প্রশ্ন করছে না কেন? আলোচিত এই চুক্তির মধ্যে এটি কীভাবে বাতিল করার যাবে, সেটাও বলে দেওয়া আছে। সেই পথেই বা কেউ হাঁটছে না কেন? তাহলে কি গোলামিই আমাদের পছন্দ?

ঠিক এ জন্যই এই বাণিজ্য চুক্তিটি করার সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হয়েও চুক্তি সম্পাদনের সময় ড. খলিল যুক্তরাষ্ট্রে হাজির ছিলেন।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

ইরান যুদ্ধে সংকটেও

মুনাফায় ওয়ালস্ট্রিটসহ অস্ত্রশিল্প ও এআই!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট : ইরান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালীর অচলাবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর অস্থিরতা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইতিমধ্যে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে, কারণ জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, শিপিং রুট অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থায় বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। তবুও এই সংকটের ভেতরেই কিছু শক্তিশালী শিল্প খাত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, যারা অস্থিরতা থেকেই সরাসরি লাভ তুলে নিচ্ছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান আরও শক্ত করছে। এমনটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

আল জাজিরার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হলো জ্বালানি বাজার। হরমুজ প্রণালী কার্যত সীমিত বা আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও গ্যাস সরবরাহ বিশ্ববাজারে পৌঁছাতে বাধার মুখে পড়েছে। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহের বড় অংশ পরিবাহিত হয়, তাই এর ব্যাঘাত সরাসরি আন্তর্জাতিক জ্বালানি দামে প্রভাব ফেলছে। একদিকে দাম অস্থিরভাবে বাড়ছে, অন্যদিকে সরবরাহ সংকট তৈরি হওয়ায় অনেক দেশ তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন সক্ষমতাও কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ওগঝ সতর্ক করেছে যে সংঘাত দীর্ঘ হলে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আরও কমে যেতে পারে এবং দরিদ্র দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই বৈশ্বিক অস্থিরতার অন্যতম বড় উপকারভোগী হয়ে উঠেছে ওয়াল স্ট্রিটের বড় বিনিয়োগ ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আজ পাকিস্তানে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক!

পালটাপালটি হুমকির মাঝে আশার আলো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট : একদিকে ইরানের প্রতিটি সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প; অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে তিক্ত পরাজয়ের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা আলী খামেনি। হরমুজ প্রণালিও নতুন করে বন্ধ করে দিয়েছে তেহরান। আপাতদৃষ্টিতে দুই দেশের এমন পালটাপালটি হুংকারে পরিস্থিতির চরম অবনতির আশঙ্কা দেখা দিলেও এর আড়ালেই খুলছে কূটনীতির দরজা। পাকিস্তানে আজ বৈঠকে বসতে যাচ্ছে দুই দেশের প্রতিনিধিদল। ট্রাম্প নিজেই বলেছেন, শান্তি আলোচনার জন্য আজ সন্ধ্যায় পাকিস্তানে যাচ্ছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা।

চুক্তি হতেই হবে, না হলে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র-সেতু গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে—ট্রাম্প

বিশ্লেষকরা বলছেন, জনসমক্ষে একে অপরকে দোষারোপ এবং সামরিক হামলার হুমকি দিলেও গত সপ্তাহের অমীমাংসিত বৈঠক শেষে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চাইছে দুই পক্ষই। নতুন এ বৈঠকের জন্য পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে রোববার থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, আমরা অত্যন্ত ন্যায্য ও যৌক্তিক একটি চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছি এবং আমি আশা করি, তারা এটি মেনে নেবে। কারণ, তারা যদি তা না করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং প্রতিটি সেতু ধ্বংস করে দেবে। আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, এটি (শান্তিচুক্তি) হতেই হবে। কোনো-না-কোনোভাবে এটি হবে। হয় সহজভাবে, নাহয় কঠিনভাবে; কিন্তু এটি ঘটবে।

একই সঙ্গে ট্রাম্প নিশ্চিত করেন, আলোচনার জন্য তার একটি প্রতিনিধিদল আজ সন্ধ্যায় পাকিস্তানে পৌঁছাবে। তবে নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় এবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন না। তার জায়গায় কে থাকবেন, তা তিনি উল্লেখ করেননি।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক বার্তায় মোজতবা আলী খামেনি সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে 'নতুন ও তিক্ত পরাজয়' উপহার দিতে তার দেশের নৌবাহিনী প্রস্তুত। একইরকম শক্ত অবস্থানে দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানও। ইরানের পারমাণবিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার ট্রাম্পের নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। পেজেশকিয়ান বলেন, ট্রাম্প বলেছেন ইরান তার ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান

দ্বিতীয় দফা বৈঠক ঘিরে অনিশ্চয়তা

রয়টার্সও আল-জাজিরা : হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি খুলে দেওয়ার ঘোষণার পরদিন গতকাল শনিবার আবার তা বন্ধ ঘোষণা করেছে ইরান। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলো ঘিরে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ায় তেহরান এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধে দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় সরাসরি বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নতুন কিছু প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তেহরান।



ইরান হরমুজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণার কিছুক্ষণ পর গতকাল প্রণালিটি পার হওয়ার চেষ্টাকালে দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে ইরানের নৌবাহিনী। জাহাজ দুটি ভারতের পতাকাবাহী। আগের দিন হরমুজ খুলে দেওয়ার পর থেকে গতকাল গুলির ঘটনার আগে ৩টি জাহাজসহ ১২টির বেশি ট্যাংকার প্রণালিটি পার হয়েছে।

গতকাল কিছু বাণিজ্যিক জাহাজ ইরানি নৌবাহিনীর কাছ থেকে একটি রেডিও বার্তা পেয়েছে। এতে জানানো হয়েছে, নৌপথটি আবারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নিজেদের সেনা দিবস উপলক্ষে গতকাল দেওয়া এক বার্তায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা আলী খামেনি বলেন, ইরানের নৌবাহিনী তাদের শত্রুদের ওপর নতুন তিক্ত পরাজয় চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় দফার বৈঠকের আগে সমঝোতার রূপরেখা চূড়ান্ত করা জরুরি উল্লেখ করে গতকাল ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদ খাতিবজাদেহ বলেন, 'এটি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈঠকের সময় চূড়ান্ত করতে পারছি না।'

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মোস্তফা খোশচেশম আলজাজিরাকে বলেন, 'আমি এখন আলোচনার চেয়ে আবারও যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কাই বেশি দেখছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের 'জলদস্যুতায়' হরমুজ বন্ধ ঘোষণা ইরানের

ইরানের সামরিক বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ড খতম আল-আম্বিয়া গতকাল এক বিবৃতিতে মার্কিন এ অবরোধকে 'জলদস্যুতা' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছে, 'এ কারণেই হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই কৌশলগত নৌপথটি সশস্ত্র বাহিনীর কঠোর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

ইরান স্পষ্ট করে জানিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরমুখী এবং ইরান থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোর চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা না দেবে, ততক্ষণ এ কড়াকড়ি বজায় থাকবে।

গতকাল মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১৫ অভিবাসীকে বহিষ্কার করে কঙ্গোতে পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ অভিবাসীকে বহিষ্কার করে আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে পাঠানো হয়েছে। ৩য় দেশ হিসেবে লাতিন আমেরিকান নাগরিকদের কঙ্গোতে পাঠানো

আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো এর রাজধানী কিনাশাসায় ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত প্রায় ১৫ জন অভিবাসী পৌঁছেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

এই পদক্ষেপকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে অভিবাসীদের নিজ দেশে না পাঠিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এই নীতির আওতায় ইতোমধ্যে আফ্রিকার একাধিক দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি করেছে। ইউএস সিনেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৩০০ জন অভিবাসীকে নিজ দেশের বাইরে অন্য দেশে পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে অন্তত ৪ কোটি ডলার ব্যয় করেছে।

অভিবাসীদের একজনের আইনজীবী আলমা ডেভিড জানিয়েছেন, যাদের কঙ্গোতে পাঠানো হয়েছে, তাদের অনেকেরই যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের নির্দেশে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো থেকে সুরক্ষা ছিল। অর্থাৎ, তারা সরাসরি নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে আইনি লড়াই করছিলেন। কিন্তু এখন তাদের অন্য দেশে পাঠানোয় সেই সুরক্ষা কতটা কার্যকর থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বর্তমানে এসব অভিবাসী কিনশাসার একটি হোটেলে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। কঙ্গো সরকার জানিয়েছে, তারা সাময়িক সময়ের জন্য তাদের আশ্রয় দেবে। তবে প্রতিটি ব্যক্তির বিষয় আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা। তারা অভিবাসীদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান করছে এবং প্রয়োজনে "স্বেচ্ছায় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন" কর্মসূচিও চালু রাখতে পারে।

তবে এই 'স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন' বিষয়টি নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আইনজীবীদের মতে, যারা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আটক থেকে নিজেদের দেশে ফেরত না যাওয়ার জন্য লড়াই করেছেন, তাদের হঠাৎ করে "স্বেচ্ছায়" ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া বাস্তবে কতটা স্বতঃস্ফূর্ত তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

কঙ্গো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থা সাময়িক এবং এটি মানবিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ। তারা আরও জানিয়েছে, এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কঙ্গোর কোনো খরচ বহন করতে হবে না; পুরো ব্যয়ভার বহন করছে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে সমালোচকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই তৃতীয়-দেশ নীতি বাস্তবে অভিবাসন আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে মানুষকে দূরবর্তী দেশে পাঠানোর একটি কৌশল। বিশেষ করে যেসব দেশে পাঠানো হচ্ছে, সেসব দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে আফ্রিকার অন্তত সাতটি দেশের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করেছে। এসব দেশের মধ্যে কিছু রাষ্ট্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, যা এই নীতিকে আরও বিতর্কিত করে তুলেছে।

বাংলাদেশে গেলো ৩৪ প্রবাসীর মরদেহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কুয়েত, মালয়েশিয়া এবং লিবিয়ায় মারা যাওয়া ৩৪ প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। শনিবার (১৮ এপ্রিল) পৃথক ফ্লাইটে মরদেহগুলো দেশে আসে। তাদের সবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মরদেহগুলো দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে আটকে ছিল।

দেশে পৌঁছানো মরদেহের মধ্যে কুয়েত থেকে ৩০ জন, মালয়েশিয়া থেকে দুই জন এবং লিবিয়া থেকে দুই জন প্রবাসী আছেন। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের উপ-পরিচালক শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তরের সময় সরকারের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে দাফন ও অন্য খরচ বাবদ প্রতিটি পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এ ছাড়া মৃত প্রবাসীদের পরিবার অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা বীমার পাওনা পাওয়ার যোগ্য হলে তা দ্রুততম সময়ে দেওয়া হবে।

স্বজনের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের সময় বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

খরচের চাপে মানুষ

২-এর পৃষ্ঠার পর

অথচ প্রতি মাসেই খরচের চাপ বাড়ছে। ফলে সংসার চালাতে গিয়ে অনেকেই সঞ্চয় ভাঙছেন, কেউ আবার ধারদেনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ৭১ শতাংশে নেমেছে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ২৪ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। ঈদ কেন্দ্র করে পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ায় খাদ্যবহির্ভূত খাতে চাপ বেশি ছিল।

অন্যদিকে একই সময়ে জাতীয় মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ০৯ শতাংশ, যা মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। আয় বাড়লেও সেই টাকায় আগের মতো পণ্য বা সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কে মুজেরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দেশে এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে, যা প্রায় ৯ শতাংশের কাছাকাছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম বাড়ায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিক-সব শ্রেণির মানুষ চাপে পড়েছে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবীরা সবচেয়ে বেশি বিপাকে আছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগও আগের তুলনায় কম। জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে স্পষ্টভাবে। চিকিৎসা ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতাও প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালী হলে অনেক সমস্যা এড়ানো যেত। শিক্ষার ব্যয় বাড়ায় অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথ থেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎদের হারাচ্ছি। সব মিলিয়ে আমরা এখন কঠিন সময় পার করছি।

বাংলাদেশে হামে মৃত্যুর অধিকাংশই 'পুষ্টিহীনতায়'

২-এর পৃষ্ঠার পর

পুষ্টির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। মায়ের যে গর্ভ থেকে যে পুষ্টি পেত, সেই পুষ্টি পাচ্ছে কি না তা গবেষণার বিষয়। দেড়-দুই মাসের শিশুর হাম হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন বিষয়।'

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, 'মায়ের গর্ভ থেকে রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি নিয়ে এরা তো জন্মাচ্ছে না। মায়েদেরও হামের অ্যান্টিবডি নেই। মায়েদের টিকা দিতে হবে। মায়েদের টিকা দিলে, মায়ের গর্ভ থেকে অ্যান্টিবডি নিয়ে জন্মাবে। তখন ছয় মাস, নয় মাস পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। অনেক ঘাটতি হয়ে গেছে। আমাদের দেশে এটা নিয়ে স্টাডি নেই কেন এমন হচ্ছে। এটা নিয়ে স্টাডি দরকার। হামে এর আগে এত শিশু মারা যায়নি। এই যে সমস্ত কিছু এক বছর, দুই বছর, তিন বছর ধরে মানে জমা হয়ে গেছে। ইউনূস সাহেবের সরকারের সময় এগুলোতে খুব ঘাটতি হয়েছে। কাজ হয়নি। অন্য জিনিস নিয়েই সবাই ব্যস্ত ছিল।'

তিনি বলেন, 'যদি নিউট্রিশন কমে যায় বা কোন কোন বাচ্চার ডায়রিয়া হলো, ডায়রিয়া হয় আগেই দুর্বল হয়ে গেল, তখন সেই বাচ্চার যদি হাম হয়, তার জন্য সিরিয়াস ব্যাপার। দেশে নিউট্রিশনের অভাব আছে। লো ইনকাম গ্রুপে নিউট্রিশনের অভাব। এখন জানি না নিউট্রিশনের আরও অভাব হয়েছে নাকি। আমাদের বস্তি এরিয়াতে কি অবস্থা আমার এখন আইডিয়া নেই। ওদের খাওয়া দাওয়া, জিনিসপত্রের দাম বাড়লে ওরা খেতে পারে না। পুষ্টির ঘাটতি পড়ে যায়। আরেকটি হলো যে, ডায়রিয়া যদি হয়। ডায়রিয়া হয়ে গেলে খুব দ্রুত পুষ্টির ঘাটতি হয়ে যায়। তখন মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। নিউমোনিয়া হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর নিউমোনিয়া হলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।'

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের জীবাণুবিদ (লিড ভাইরোলজিস্ট-এনপিএমএল ল্যাব) ডা. খন্দকার মাহবুবা জামিল বলেন, বিভিন্ন কারণ হতে পারে। আক্রান্ত শিশুর মায়ের হয়তো হামের টিকা নেওয়া ছিল না কিংবা মায়ের হয়তো পার্শিয়ালি টিকা নেওয়া ছিল কিংবা মায়ের নিউট্রিশন ঠিকমতো মেনটেইন হচ্ছিল না, শিশুটিও হয়তো সে রকম পুষ্টিহীনতায় ভুগছিল অথবা শিশুকে ভিটামিন 'এ' দেওয়া হয়নি, বিভিন্ন কারণে এটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল হয়। 'শিশুরা ইমিউনিটি পায় মা থেকে। মা যদি নিজেই ইমিউন না থাকে, হামের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহলে শিশু কীভাবে অ্যান্টিবডি পাবে?'

যে কোনো বয়সে হামের টিকা নেওয়া যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, টিকা অনেক সেফ কিন্তু মা এখন হয়তো হামের নিতে পারবে না? সরকার প্রথমে ছয় মাস থেকে ৫৯ মাস পর্যন্ত দিচ্ছে। এরপর ১০ বছর বয়স পর্যন্ত দেবে। মাকে নিতে হলে কিনে নিতে হবে। এটা অনেক ব্যয়বহুল। আগে শিশুদের দেওয়া হোক তারপর পরিস্থিতি বুঝে যে ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার সরকার হয়তো সেই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে গর্ভবতী মা টিকা নিতে পারবে না। নিলে আগে নিতে হবে।'

ডা. খন্দকার মাহবুবা জামিল মায়েদের পুষ্টির বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন, 'মা যদি একটু পুষ্টির দিকে নজর রাখে, খাবার-দাবার ব্যাপারে যেমন ডিম-দুধ-ডাল খাওয়া, বেশি পরিমাণে ডাল খেতে পারে কিংবা শাকসবজি খেতে পারে। রোদে একটু হাঁটতে পারে। ভিটামিন ডি ডফিশিয়েন্সি কমে গেলে এগুলো এমনিতেই কমে যাবে। ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকিও কমে যায়।'

এদিকে গত শুক্রবার বিকেলে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, দেশে হামের প্রকোপ কিছুটা কমেছে। তিনি বলেন, আমরা অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে ইউনিসেফ, গ্যাভি, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সহায়তায় দেশব্যাপী টিকা কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু করেছি। এবং আগামী ২০ এপ্রিল বৃহৎপরিসরে শুরু হবে। আগামী ২০ এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী টিকা কার্যক্রম শুরু করলে এটা আরও কমে যাবে। আশা করি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

টিকার কোনো ঘাটতি নেই জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোনো টিকার ঘাটতি নেই। সব ধরনের টিকার পর্যাপ্ত মজুদ আছে। গ্রাম এলাকায় ও আমাদের হাতে যে পরিমাণ ভ্যাকসিন মজুদ আছে তা দিয়ে আগামী জুন মাস পর্যন্ত বিনাবাধায় আমরা ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারব। তবে আগামী মাসে একটা জায়গায় আমাদের কিছু ঘাটতি দেখা দিতে পারে, সেটি হলো .০৫ সিরিঞ্জ। সে ঘাটতি পূরণ করতে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখছি। বর্তমানে এটি পাইপলাইনে আছে। আগামী দেড় মাসের মধ্যে আমরা সিরিঞ্জের এ ঘাটতিও পূরণ করতে পারব। ইউনিসেফের মাধ্যমে আমরা আংশিক সিরিঞ্জ আগামী সাত দিনের মধ্যে নিয়ে নেব। আর বাকিগুলো মে মাসের মধ্যে তারা আমাদের সরবরাহ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেভাবে হামের রোগী নিয়ে ঢাকায় আসে, এ জন্য ঢাকার হাসপাতালগুলোর ওপর কিছুটা চাপ পড়ে। সে সমস্যা সমাধানে আমরা রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের কিছু জনবলের ঘাটতি আছে, সেগুলোই ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছি। খুব শিগগির এ সমস্যার সমাধান হবে।

এ সময় স্বাস্থ্যসচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাসসহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও ইপিআইর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)


আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.


Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

জ্যাকসন হাইটস	**১৮ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬**
নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৯টা পর্যন্ত
ওজন পার্ক	**২০ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬**
মতিন রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
ব্রুকলিন	**২৫ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬**
রাধুনী রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
জ্যামাইকা	**২৬ এপ্রিল, রোববার ২০২৬**
স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
ব্রঙ্কস	**২৭ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬**
গোল্ডেন প্লেসের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নবায়ন অথবা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খান লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাসান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাড়লো 'অ্যান্টি আমেরিকান' ব্যক্তিদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরোপ করা হয়েছে, যেখানে "অ্যান্টি-আমেরিকান" মনোভাব শনাক্ত করার কথা বলা হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, তারা ভিসা সীমাবদ্ধতার আওতা "উল্লেখযোগ্যভাবে" বাড়িয়েছে, যাতে পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে কাজ করা ব্যক্তিদের ঠেকানো যায়। নতুন নীতির আওতায় পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্য হয়ে পড়বেন।

সরকারি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– প্রতিপক্ষ শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বা কৌশলগত সম্পদের নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা দুর্বল করা, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এই পদক্ষেপটি মূলত বর্তমান প্রশাসনের বৃহত্তর কৌশলের অংশ, যেখানে লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পুনরুদ্ধার ও জোরদার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নীতিকে "ডনরো ডকট্রিন" নামে উল্লেখ করেছেন। যা ১৮২৩ সালের জেমস মনরো -এর মনরো নীতির আধুনিক সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত।

এই নীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো-কে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদক পাচার দমনের নামে বিভিন্ন সামুদ্রিক অভিযানের কথাও বলা হয়েছে, যদিও এসব অভিযানের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভিসা নীতি এখন শুধু অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি পররাষ্ট্রনীতির একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন আইনের সেই ধারা ব্যবহার করছে, যেখানে বলা হয়েছে যদি কোনো বিদেশি নাগরিকের প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাহলে তাকে প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে।

এরই অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত সাতজন নাগরিকের আইনি অবস্থান বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে ব্রাজিলের বিচারক আলেক্সান্দ্রে দে মোরায়েস এবং তার সহযোগীদের ভিসা বাতিল করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গোস্তাভো পেট্রো-এর ভিসা বাতিলের ঘোষণাও আসে, কারণ তিনি গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউএস সেনাদের আদেশ অমান্য করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও পরে তিনি দাবি করেন, তার ভিসা তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এছাড়া বছরের শুরুতে ৩৯টি দেশের নাগরিকদের ওপর আংশিক বা পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আরও ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়, যাদের ক্ষেত্রে জনসেবার অপব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করা হয়।

প্রশাসন সমালোচিত হয়েছে এমন অভিযোগে যে, তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়েও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। হাজার হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ থাকার কারণে, আবার কখনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়াকে "সন্ত্রাসবাদ সমর্থন" হিসেবে দেখার অভিযোগ উঠেছে।

পাষণ্ড পিতার গুলিতে প্রাণ ঝরলো ৭ সন্তানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরু থেকেই "পারিবারিক সহিংসতা" হিসেবে বিবেচনা করছে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ। ২০২৪ সালের পর এটি যুক্তরাষ্ট্রের ভয়াবহ সহিংস বন্দুক হামলা ও প্রাণহানীর ঘটনা।

পুলিশ কর্মকর্তা ক্রিস বোর্ডেলন জানান, এই হামলা "পারিবারিক সহিংসতা" থেকে উৎসারিত। ঘটনাটির সঠিক কারণ এখনও তদন্তাধীন থাকলেও প্রাথমিকভাবে এটি পারিবারিক বিরোধের ফল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই হামলায় দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারীও গুলিবিদ্ধ হন। প্রথমে এলকিনস তার স্ত্রী যিনি নিহত শিশুদের মা তাকে গুলি করেন। তার অবস্থা গুরুতর। এরপর তিনি আরেকটি বাড়িতে গিয়ে আট শিশুকে হত্যা করেন এবং সেখানে উপস্থিত আরেক নারীকে গুলি করেন, যিনি অষ্টম শিশুটির মা। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

ঘটনার সময় একটি ১৩ বছর বয়সী কিশোর প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। এতে তার কয়েকটি হাড় ভেঙে যায়, তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এছাড়া গুলির সময় কিছু শিশু বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল বলেও জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, হামলার পর এলকিনস একটি গাড়ি ছিনতাই করে পালিয়ে যায় এবং পুলিশ তাকে ধাওয়া করে। পরে পুলিশের গুলিতে সে নিহত হয়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করছে লুজিয়ানা স্টেট পুলিশ।

তদন্তে আরও জানা গেছে, এলকিনস ২০১৯ সালে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। এছাড়া তিনি সাত বছর লুজিয়ানা আর্মি ন্যাশনাল গার্ড এ কর্মরত ছিলেন, যদিও কোনো বিদেশি মিশনে অংশ নেননি।

স্থানীয় মেয়র টম আর্কেনো এই ঘটনাকে সিটির ইতিহাসে "সবচেয়ে ভয়াবহ" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "এই ঘটনা পুরো শহরকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এটি আমাদের সবার ওপর প্রভাব ফেলেছে।"

ঘটনাস্থলের বর্ণনা দিতে গিয়ে পুলিশ জানায়, তিনটি আলাদা বাড়িতে ছড়িয়ে থাকা এই হামলার দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। স্থানীয় এক বাসিন্দার নিরাপত্তা ক্যামেরায় হামলাকারীকে পালিয়ে যেতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা কয়েকদিন আগেও তাকে শিশুদের সঙ্গে দেখেছেন।

এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অনেকেই বাড়ির সামনে ফুল রেখে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য তাবাথা টেইলর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, "এই পরিবার এবং পুরো কমিউনিটির এখন মানসিক সহায়তা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত অন্তত ১১৪টি গণগুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ। এই ঘটনাটি সেই তালিকায় সবচেয়ে প্রাণঘাতী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হাউস স্পিকার মাইক জনসন, এই ঘটনাকে "হৃদয়বিদারক" বলে উল্লেখ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনও গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছে, এই কঠিন সময়ে শিশু, পরিবার, শিক্ষক ও উদ্ধারকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো জরুরি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, তদন্ত এখনো চলছে এবং ঘটনাটির প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

কৌশলে মোকাবিলা করবে বিএনপি

২-এর পৃষ্ঠার পর

মাঠে নিয়ে যাওয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন বিএনপি নেতারা।

জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। একটি মহল জুলাই সনদ এবং গণভোট নিয়ে যে কথাগুলো বলছে তা দুরভিসন্ধিমূলক। তারা রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার জন্য অহেতুক বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। এটা কখনোই সফল হবে না। জনগণ অত্যন্ত সচেতন। তিনি বলেন, আমরাও স্বচ্ছতার সঙ্গে এ নিয়ে এগোচ্ছি। আমরা স্পষ্টত বলছি, সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় যে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছি, সেই সনদের প্রতিটা লাইন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করব। এটা নিয়ে পানি ঘোলা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

তিনি আরও বলেন, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যেসব কর্মসূচি নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এগুলোর পথে যদি কেউ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, জনগণকে নিয়ে সেগুলো মোকাবিলা করব।

সরকার গঠনের পর ৪ এপ্রিল বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকেও বিরোধী দলের আন্দোলনের বিষয়টি আলোচনা হয়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির দায়িত্বশীল একাধিক নেতা যুগান্তরকে জানান, সরকার গঠনের পর থেকে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড কিছুটা স্থবির হয়ে আছে। এজন্য শিগগিরই দলকে গতিশীল করার নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিএনপির সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতাদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। সেই বৈঠকেই বিরোধী দলের আন্দোলন প্রসঙ্গে দলের অবস্থানের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার টাঙ্গাইলে এক সমাবেশে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস সনদ সই করার জন্য যখন ডেকেছিলেন, সবচেয়ে প্রথমে বিএনপি গিয়েছিল। বিএনপি জুলাই সনদ সই করে এসেছে। সেই জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন আমরা বাস্তবায়ন করব।'

জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'যারা খাল খনন, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষকের কার্ড, পেশাদার খেলোয়াড় তৈরিসহ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করবে, বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতিহত করবে। কাজেই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে; সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরাচারের ভূত কাদের ওপর আবার ফিরে ফিরে আসর করছে, কারা আবার দেশে অরাজকতা তৈরি করতে চাচ্ছে-এই প্রশ্নও রাখেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান।

এর আগে রোববার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে করা মোট ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে যে ১৬টি অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি, সেগুলো অধিকতর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। কিন্তু কিছু মহল সরকার এসব 'অধ্যাদেশ বাদ দিয়েছে' বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তার মতে, আইনগুলোর প্রস্তাবনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও অনেকে তা উপেক্ষা করছেন। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আহ্বানও জানান তিনি।

একই সংবাদ সম্মেলনে গণভোটের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'এটা ঘটনাক্রমে সিদ্ধ। অধ্যাদেশ জারি হয়েছে গণভোট অধ্যাদেশ। গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটার বৈধতা আছে।'

গণভোট নিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনের হুমকি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'এটা তো ফ্যাক্টাম ভ্যালেট, এটা ঘটনাক্রমে সিদ্ধ। অধ্যাদেশ জারি হয়েছে গণভোট অধ্যাদেশ। গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটার বৈধতা আছে। সুতরাং এটা বিরোধী দলের হুমকি দেওয়ার কোনো বিষয় নেই। এটার বৈধতা তো আছেই। অবৈধ তো বলছি না।'

অর্থনৈতিক মন্থরতায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়

২-এর পৃষ্ঠার পর

হার ৯ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত আইএমএফের একাধিক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা দেখা যায়, আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। গত বছরের অক্টোবরে সংস্থাটি বলেছিল ৪ দশমিক ৯ শতাংশ হবে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমিয়েছে দশমিক ২ শতাংশ।

অপর এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, চলতি অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৯ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তথ্য দিয়েছে, গত মার্চে এ হার ৮ দশমিক ৭১ শতাংশে নেমেছে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে এ হার ছিল ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে ভারতের। চলতি বছরে ভারতের প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। গত অক্টোবরে সংস্থাটি বলেছিল তাদের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ২ শতাংশ হবে। আগের তুলনায় প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দশমিক ৩ শতাংশ বাড়িয়েছে। চলতি বছরে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। একই সময়ে মূল্যস্ফীতি হবে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। একই সময়ে মালদ্বীপের প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাদের মূল্যস্ফীতি হবে ৩ শতাংশ।

আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে নেপালের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যে কারণে দেশটির প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি কমানো হয়েছে। চলতি বছরে নেপালের প্রবৃদ্ধি হবে ৩ শতাংশ। গত অক্টোবরে সংস্থাটি বলেছিল প্রবৃদ্ধি হবে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। আগের তুলনায় কমেছে ২ দশমিক ২ শতাংশ।

এদিকে এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে চীনের প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। গত অক্টোবরে সংস্থাটি বলেছিল দেশটির প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ২ শতাংশ। তাদের ক্ষেত্রে দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। চীনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ার কারণে তাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসও বাড়িয়েছে আইএমএফ।

মালয়েশিয়ার প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। গত অক্টোবরে বলেছিল প্রবৃদ্ধি হবে ৪ শতাংশ। এখন প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। দেশটিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ায় ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবৃদ্ধির হারও বাড়ানো হয়েছে। মিয়ানমারের প্রবৃদ্ধি হবে ৩ শতাংশ। অক্টোবরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। থাইল্যান্ডের প্রবৃদ্ধি হবে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। যা অক্টোবরের তুলনায় দশমিক ১ শতাংশ কম।

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ছাড়াই আইস কর্মকর্তা নিয়োগ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের নতুন চাকরির কথা প্রকাশ করেছিলেন। পাবলিক রেকর্ড যাচাই করে তাদের অতীত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

এ তদন্তে দেখা গেছে, কিছু নতুন কর্মকর্তার গুরুতর আর্থিক সমস্যা ছিল। উদাহরণ হিসেবে কারমাইন গুরলিয়াচি নামের এক কর্মকর্তা ২০২২ সালে দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করেছিলেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, তখন তিনি বেকার ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ঋণ, বিল ও ভরণপোষণ বকেয়া ছিল। এর আগেও ২০১৩ সালে তিনি একইভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকজন নতুন কর্মকর্তা রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগে মামলা হয়েছিল।

এছাড়া কিছু নতুন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী চাকরিতে অসদাচরণের অভিযোগও ছিল। অ্যান্ড্রু পেনল্যান্ড নামের একজন কর্মকর্তা পূর্বে এক মামলার মুখোমুখি হন, যেখানে অভিযোগ ছিল তিনি একজন নারীকে ভুল অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই মামলার নিষ্পত্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়। যদিও এই ধরনের কিছু মামলা শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়েছে, তবুও অভিযোগগুলো নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, কিছু কর্মকর্তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকগ্রাউন্ড চেক শেষ হওয়ার আগেই কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ স্বীকার করেছে, কিছু প্রার্থী "অস্থায়ী নিয়োগ" হিসেবে যোগদান করেছেন, যদিও তাদের পূর্ণ যাচাই প্রক্রিয়া তখনো সম্পন্ন হয়নি। সাধারণত এই যাচাই প্রক্রিয়ায় অপরাধের ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী কর্মস্থলের তথ্য যাচাই করা হয়, যা সম্পন্ন হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।

সংস্থাটি বলেছে, তাদের যাচাই প্রক্রিয়া চলমান এবং নিয়োগের পরেও কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ আসে, তাহলে তা তদন্তের জন্য অভ্যন্তরীণ বিভাগে পাঠানো হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের আর্থিক দুর্বলতা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, কারণ এতে ঘুষ বা চাপের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে একই সঙ্গে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, উচ্চ সাইনিং বোনাস যা ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত এই ধরনের প্রার্থীদের আকৃষ্ট করেছে।

আইস এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড লয়েন্স কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে এই নিয়োগ কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানান, এই সম্প্রসারণ সংস্থার সক্ষমতা বাড়াবে এবং সরকারের অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

এশিয়ায় নিজ বলয় হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মিত্ররা ঝুঁকছে প্রতিপক্ষের দিকে

৩-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষক এমা লি বলেন, রুশ তেল এখন বৈশ্বিক বাজারমূল্যের চেয়ে ১০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমার আশঙ্কা হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে তেলের দাম যতই হোক না কেন, দেশগুলোর সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।'

নিজেদের তেলের মজুত ঠিক রাখতে কিছু দেশ এখন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তা দেখা যাক: গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং জাতীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পর্ষদের সভা আহ্বান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে রাশিয়া ও ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করা উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে চীন ও রাশিয়া থেকে 'যতটা সম্ভব' ন্যাপথা কেনারও সুপারিশ করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর জন্য চলমান সংকট নিরসনে একটি বিকল্প পথ হলো যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের কৌশলগত তেলের মজুত থেকে তেল ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তবে এমা লি বলেন, এসব জায়গা থেকে তেল আনা ব্যয়বহুল। এ ছাড়া এই প্রক্রিয়ায় চালান পৌঁছাতে দুই মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তিনি বলেন, অন্যদিকে রাশিয়ার একেবারে পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বন্দরগুলো থেকে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তেলের চালান দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছাতে পারে।

গত ৩০ মার্চ দক্ষিণ কোরিয়া কিছু কোম্পানিকে রাশিয়া থেকে ২৭ হাজার ৯০০ টন ন্যাপথা আমদানির অনুমতি দেয়। এটি একটি পরিশোধিত পণ্য, যা পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং জাতীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পর্ষদের সভা আহ্বান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে রাশিয়া ও ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করা উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে চীন ও রাশিয়া থেকে 'যতটা সম্ভব' ন্যাপথা কেনারও সুপারিশ করা হয়।

পর্ষদের সদস্য পার্ক ওন-জু মনে করিয়ে দেন, ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সময় আমেরিকার মিত্র হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়া আরব দেশগুলোর সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিল।



ইরানের সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রের একটি স্থাপনার দৃশ্য

ছবি: এএফপি

সভায় তিনি আরও বলেন, 'জোটের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের উচিত জ্বালানি নিরাপত্তার প্রয়োজনে কিছু বাস্তবসম্মত বিকল্প উৎস নিশ্চিত করা।'

জাপান বর্তমানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র আর ইরান উভয়ের সঙ্গেই দেশটির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশই কয়েক দশক ধরে জাপানের অন্যতম প্রধান তেল সরবরাহকারী ছিল।

২০১৫ সালে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার লক্ষ্যে হওয়া চুক্তির আলোচনায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাপান। ওই সিদ্ধান্তের ফলে তেহরানের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণের সুযোগ পায় টোকিও।

জাপান সরকারের এক বিবৃতি অনুযায়ী, চলতি মাসে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং ইরানি কর্তৃপক্ষের হাতে আটক এক জাপানি নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে চাপ দেন।

ইরানের সঙ্গে জাপানের সরাসরি যোগাযোগের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ২০১৯ সালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে তেহরান সফর করেছিলেন। প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে আসার এবং ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতেই তিনি ওই সফর করেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ রেখেছিল জাপান। জাপান সরকারের কিছু কর্মকর্তা ও বিশ্লেষক মনে করছেন, তাকাইচির উচিত ওই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চাপ দেওয়া।

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো মিত্র ফিলিপাইন। দেশটিতে তেলের ঘাটতি এতটাই প্রকট হয়েছে যে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। দেশটি এখন রাশিয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত হোসে ম্যানুয়েল রোমুয়ালদেজ বলেন, তাঁর দেশ ইউএস সরকারের কাছে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহতির মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছে, যাতে তারা আরও রুশ তেল কিনতে পারে।

রোমুয়ালদেজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা 'পরস্পরবিরোধী বিষয়' নয়। তিনি জানান, তাঁর দেশের পররাষ্ট্রনীতি সব সময়ই 'নিজেদের জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে' পরিচালিত হবে।

এক ই-মেইল বার্তায় রোমুয়ালদেজ লিখেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নতুন করে সাজানোর প্রয়োজন দেখছে না ফিলিপাইন। এমনকি দেশটি তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলোকে কোনো ধরাবাঁধা বা নির্দিষ্ট ছকেও বিচার করে না।'

ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র না হলেও এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পরিকল্পনার এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। কিছুটা ওঠানামা করলেও উভয় পক্ষের জন্যই এই সম্পর্ক রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্র এর নিষেধাজ্ঞা মেনে ২০১৯ সালেই ইরান থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয় ভারত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ওয়াশিংটনকে খুশি করতে ও একটি বাণিজ্যচুক্তি নিশ্চিতে দেশটি রাশিয়ার তেলের বদলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানির সব প্রস্তুতিও সেরে ফেলেছিল।

কিন্তু ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং এর জেরে হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এর বদলে ভারতকে আবারও সমুদ্রপথে রুশ তেল আমদানি শুরু করতে হয়েছে। তবে এবার গুনতে হচ্ছে বাড়তি দাম।

ক্লমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার ইরান থেকে তেল নিয়ে দুটি ট্যাংকার ভারতের বন্দরে ভিড়েছে।

ইন্দোনেশিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণকারী একটি দেশ হিসেবে দাবি করে। দেশটির সঙ্গে আমেরিকার আনুষ্ঠানিক মিত্রতা চুক্তি নেই। তবে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। গত সোমবার দুই দেশ একটি প্রতিরক্ষা অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে।

একই সময়ে ইন্দোনেশিয়া রাশিয়া থেকে তেল, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং জ্বালানি আমদানি নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা লাওদে সুলাইমান। তিনি জানান, আমদানির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো চূড়ান্ত করতে এখনো আলোচনা চলছে।

বিশ্বরাজনীতিতে দুই সিলেটি কন্যার বাজিমাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বরাজনীতিতে সিলেটি এই দুই কন্যার উত্থান একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। তাঁদের জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র পর্যন্ত এই যাত্রা প্রমাণ করে পরিচয়, পরিশ্রম এবং সুযোগ একসঙ্গে মিললে বৈশ্বিক পরিসরেও শক্ত অবস্থান তৈরি করা সম্ভব। তাঁদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে, আর বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের উপস্থিতিকে আরও দৃশ্যমান করে তুলবে।

তথ্যমতে, সাম্প্রতিক সময়ে কানাডার উপনির্বাচনে ডলি বেগমের ইতিহাস গড়া বিজয় নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মৌলভীবাজার জেলার একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশবের কিছুটা সময় সেখানেই কাটানোর পর পরিবারের সঙ্গে তিনি কানাডায় পাড়ি জমান। অভিবাসী জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংস্কৃতির পরিবর্তন, নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া, এবং পরিচয়ের প্রশ্ন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীতে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তৃত করে।

রাজনীতিতে তাঁর পথচলা শুরু হয় একেবারে তৃণমূল থেকে। কমিউনিটি সংগঠন, অভিবাসী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মতো ইস্যুতে কাজ করতে করতেই তিনি জনপরিচিত হয়ে ওঠেন। ২০১৮ সালে অন্টারিও প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি ইতিহাস গড়েন প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী হিসেবে প্রাদেশিক সংসদে প্রবেশ করেন। এরপর ধাপে ধাপে দলীয় নেতৃত্বে জায়গা করে নেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ দেয়। ২০২৬ সালের উপনির্বাচনে ফেডারেল পার্লামেন্টে তাঁর বিজয় ছিল সেই দীর্ঘ যাত্রার সাফল্যের পরিণতি হয়ে আসে।

অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে রুশানারা আলীর উত্থানও একইভাবে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত। সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। অল্প বয়সেই পরিবারের সঙ্গে তিনি লন্ডনে চলে যান। পূর্ব লন্ডনের অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ দেয় সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম। এই বাস্তবতা পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন গঠনে বড় ভূমিকা রাখে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী সংস্থা, থিংক ট্যাংক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন খাতে কাজ করেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে। ২০১০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেন। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত হয়ে তিনি তাঁর আসনে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছেন এবং লেবার পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

রুশানারা আলীর রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নীতিনির্ভর অবস্থান। মানবাধিকার, অভিবাসী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এসব ইস্যুতে তিনি ধারাবাহিকভাবে সক্রিয়। একই সঙ্গে বহুসাংস্কৃতিক সমাজে সমতা ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট এবং সুসংহত। তাঁর ব্যক্তিগত অভিবাসী অভিজ্ঞতা এই অবস্থানকে আরও বাস্তবভিত্তিক করে তুলেছে।

এই দুই নারী রাজনীতিকের জীবন ও রাজনৈতিক যাত্রা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের শেকড় বাংলাদেশের মাটিতে, বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে। কিন্তু তাঁদের বিকাশ ঘটেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে। এই দ্বৈত পরিচয় তাঁদের রাজনীতিকে করেছে আরও সমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিক। তাঁরা একদিকে নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অন্যদিকে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যও এক ধরনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক উত্থান এখন একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা। কানাডা ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অভিবাসীরা শিক্ষিত, সংগঠিত এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠছে। তারা স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে, নেতৃত্বে আসছে এবং নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলছে। এই প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি নেটওয়ার্ক, শিক্ষা এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আরও একটি দিক এখানে উল্লেখযোগ্য, ডলি বেগম এবং রুশানারা আলী দুজনই নারী। অভিবাসী সমাজে নারীদের জন্য রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে যখন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাধা থাকে। কিন্তু তাঁরা সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। ফলে তাঁদের সাফল্য শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

হাউজিং ভাউচার বন্ধের মুখে ঃ ঝুঁকিতে হাজারো পরিবার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করছে– যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। অনেকেই বলছেন, এই সহায়তা ছাড়া তাদের পক্ষে ভাড়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ব্রুকলিনের এক বাসিন্দা লাশন স্মিথ বলেন, "আমরা এখনো নিজেদের জীবন গুছিয়ে নিচ্ছি। এই সহায়তা বন্ধ হয়ে গেলে আবার গৃহহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।"

নাইচা প্রথমে এই পরিবারগুলোকে সেকশন ৮ কর্মসূচিতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন সংস্থাটি খালি পাবলিক হাউজিং ইউনিটগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, যদিও অনেক ইউনিট সংস্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। এদিকে, সিটির হাউজিং ডিপার্টমেন্ট তাদের কিছু ভাড়াটিয়ার জন্য দুই বছরের অস্থায়ী সহায়তা চালু করেছে, তবে এনওয়াইচা জানিয়েছে, তারা একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারছে না অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে।

বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা সতর্ক করে বলেছেন, এই পরিস্থিতি দ্রুত সমাধান না হলে হাজারো পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়তে পারে। অনেকের মতে, ফেডারেল সহায়তা বন্ধ হওয়ায় এখন রাজ্য ও সিটি সরকারের উচিত নিজস্ব কর্মসূচি জোরদার করা।

একজন হাউজিং অধিকারকর্মী বলেন, "এটা শুধু অর্থের বিষয় নয় এটা মানুষের জীবনের প্রশ্ন। যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, অনেকেই আবার আশ্রয়কেন্দ্র বা রাস্তায় ফিরে যেতে বাধ্য হবে।"

আইআরএস'র 'হুইসেলব্লোয়ার' সতর্কতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি নতুন হুইসেলব্লোয়ার সতর্কতা জারি করে জানায় যে তারা এখন কর ফাঁকি, তহবিলের অপব্যবহার এবং অনিয়ম আরও কার্যকরভাবে শনাক্ত করতে চাইছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কর-ছাড়প্রাপ্ত সংস্থা, ব্যক্তি ও ব্যবসার সম্ভাব্য অনিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

আইআরএস-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো বলেন, এই হুইসেলব্লোয়ার ব্যবস্থা এমন একটি নতুন মাধ্যম, যেখানে যাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও সরাসরি তথ্য রয়েছে তারা তা সহজে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে ঝুঁকিপূর্ণ নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হলে এ ধরনের সতর্কতা আরও জারি করা হবে।

এই ব্যবস্থার অধীনে যেকোনো ব্যক্তি ফর্ম ২১১ ব্যবহার করে তথ্য জমা দিতে পারবেন। সঠিক ও কার্যকর তথ্য দিলে উদ্ধার হওয়া অর্থের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আইআরএস স্পষ্ট করেছে যে তারা নির্দিষ্ট, সময়োপযোগী এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্যকেই গুরুত্ব দেবে।

একই সঙ্গে প্রকাশিত সর্বশেষ কর ফাইলিং তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে গড় ট্যাক্স রিফান্ড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৩৯৭ ডলার, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১১.২ শতাংশ বেশি। গত বছর একই সময়ে গড় রিফান্ড ছিল ৩,০৫৫ ডলার।

এখন পর্যন্ত প্রায় ১১৪ মিলিয়ন কর রিটার্ন জমা পড়েছে, যেখানে মোট ১৬৪ মিলিয়ন রিটার্ন আশা করা হচ্ছে। করদাতাদের বড় অংশ এই রিফান্ডকে দৈনন্দিন ব্যয়, ঋণ পরিশোধ এবং সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করছেন।

অর্থনৈতিক চাপ যেমন জ্বালানি, খাদ্য ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এসবের মধ্যে এই বাড়তি রিফান্ড অনেক পরিবারের জন্য কিছুটা স্বস্তি তৈরি করেছে। জরিপ অনুযায়ী, অনেক করদাতা এই অর্থ দিয়ে ক্রেডিট কার্ড ঋণ পরিশোধ বা সঞ্চয় করার পরিকল্পনা করছেন।

রাজনৈতিক পর্যায়েও কর নীতি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিছু রিপাবলিকান নেতা বলছেন, নতুন কর ছাড় নীতির কারণে বহু করদাতা গড়ে প্রায় ৮০০ ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছেন। এর মধ্যে টিপ আয়, ওভারটাইম আয়, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড় এবং গাড়ির ঋণের সুদ সংক্রান্ত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অন্যদিকে স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স (এসএএলটি) ছাড় সীমা বাড়ানো হয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ আয়ের করদাতাদের বেশি সুবিধা দিচ্ছে বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

ডেমোক্র্যাটদের 'ভিশন' সংকট : ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক 'প্রোডাক্টিভ'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'প্রোডাক্টিভ' বার কার্যকর বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী। রোববার এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করে মেয়র মামদানী। আগের দিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে সাক্ষাৎয়ের পর তার ইউটার্ন মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

নিউইয়র্ক পোস্ট জানায়, রবিবার এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জোহরান মামদানি বলেন, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বর্তমানে একটি বড় সংকটে রয়েছে– আর সেটি হলো স্পষ্ট ভিশনের অভাব। তার মতে, শুধু বয়স বা প্রজন্মের পরিবর্তন নয়, বরং সবচেয়ে জরুরি হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন, যা দেশের মানুষের বাস্তব চাহিদা ও সংকটকে প্রতিফলিত করে।

তিনি বলেন, "আমরা কীসের বিরুদ্ধে তা আমরা জানি। কিন্তু আমরা আসলে কী চাই, কীসের জন্য লড়ছি– এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারছি না।" মামদানির মতে, এই প্রশ্নের উত্তরই এখন ডেমোক্রাটিক পার্টির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের মেয়র নির্বাচনের প্রচারণার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, মানুষ তার সঙ্গে একমত হোক বা না হোক, তিনি অন্তত একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সামনে এনেছিলেন। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সেই দিকনির্দেশনা হারিয়ে ফেলেছে বলে তার মন্তব্য।

মামদানি আরও বলেন, একসময় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি সুসংহত আদর্শ ছিল, যা সাধারণ মানুষের অধিকার ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক আমেরিকান যদি দলের লক্ষ্য বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানতে চান, তাহলে তাদের ইতিহাসের পাতায় ফিরে তাকাতে হয় যা তিনি দুঃখজনক বলে মনে করেন।

তবে দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে কিছুটা সতর্ক অবস্থান নেন তিনি। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন কিনা এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মামদানি জানান, তিনি এখন তার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব এবং ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন।

একইভাবে সিনেটের ডেমোক্র্যাটিক নেতা চাক শুমারকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবেও তিনি নিরপেক্ষ অবস্থান নেন। তিনি বলেন, শুমারের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কাজ করেছেন, বিশেষ করে ডেলিভারি কর্মীদের সহায়তার মতো বিষয়গুলোতে।

অন্যদিকে, প্রগতিশীল নেতা আলেকজেন্দ্রা ওকাসিও কর্টেজের ভূয়সী প্রশংসা করেন মামদানি। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সম্ভাবনা রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে ট্রাম্পের সঙ্গে মামদানির সম্পর্ক নিয়ে তার মন্তব্য। আদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি দাবি করেন যে তাদের মধ্যে একটি কার্যকর কাজের সম্পর্ক রয়েছে।

"আমাদের সম্পর্ক সৎ, সরাসরি এবং প্রোডাক্টিভ," বলেন মামদানি। তার মতে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হলো নিউইয়র্ক সিটির প্রতি ভালোবাসা এবং সিটির উন্নয়নে কাজ করার আগ্রহ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ট্রাম্প একজন নিউইয়র্কের মানুষ হওয়ায় শহরের বাস্তবতা ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে তার ভালো ধারণা রয়েছে, যা যোগাযোগকে সহজ করে তোলে। এই কারণেই দেশের অন্যান্য শহরের মেয়রদের তুলনায় তার জন্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করা কিছুটা সুবিধাজনক।

তবে মতবিরোধের জায়গাগুলোও স্পষ্ট করেছেন মামদানি। বিশেষ করে অভিবাসন ইস্যু, আইস অভিযানের মতো বিষয়গুলোতে তিনি ট্রাম্পের নীতির বিরোধিতা করেছেন এবং সেই অবস্থান তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছেও তুলে ধরেছেন বলে জানান।

আইস ডিটেনশনে মৃত্যুহার বাড়ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুর হার গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গবেষণাটি ২০০৪ সাল থেকে চলতি বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়েছে।

গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবর থেকে জানুয়ারির ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৮ জন বন্দি মারা যান। এই সময়ের গড় বন্দি সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক মৃত্যুহার দাঁড়ায় প্রতি ১ লাখ বন্দিতে প্রায় ৮৮.৯ জন। জানুয়ারির পর আরও ১০ জনের মৃত্যুর তথ্য যুক্ত হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সালে এই হার ছিল সর্বোচ্চ প্রতি ১ লাখে ১২৭.৭ জন। এরপর কয়েক বছর মৃত্যুহার কমলেও ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির সময় আবার বাড়ে। পরে আবার কমে গেলেও ২০২৪ সাল থেকে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

চিকিৎসক মিশেল হেইসলার এবং ক্যাথ রিন আর. পিলার এক সম্পাদকীয়তে বলেন, এই তথ্য "কেবল বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়, বরং চিকিৎসা সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মৃত্যুর তদন্ত ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা" নির্দেশ করে।

তারা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মৃত্যুহার এতটাই বেড়েছে যে এটি অতীতের কোভিড-১৯ সময়ের চেয়েও বেশি। তাঁদের মতে, এটি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন ওঈউ হেফাজতে থাকা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদারকি ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে অভিবাসন নীতি কঠোর হওয়ায় হেফাজতে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। পাশাপাশি তদারকি কমে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতির অবনতির কারণে ঝুঁকিও বেড়েছে। অনেক অভিবাসীকে এখন সীমান্ত নয়, বরং দেশের অভ্যন্তর থেকেই আটক করা হচ্ছে যাদের অনেকেরই দীর্ঘমেয়াদি রোগ বা চিকিৎসাহীন স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, মৃত্যুর গড় বয়স ছিল মাত্র ৪৫ বছর এবং ৯০ শতাংশের বেশি ছিলেন পুরুষ। সবচেয়ে সাধারণ মৃত্যুর কারণ ছিল হৃদরোগ, যা মোট মৃত্যুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। আরও উদ্বেগজনক তথ্য হলো, মাত্র ১৩ শতাংশ মৃত্যু হাসপাতালে হয়েছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থ বন্দিরা সময়মতো উন্নত চিকিৎসা পাননি।

এছাড়া প্রায় ৪৯ শতাংশ মৃত্যুকে "অজ্ঞাত বা অনির্ধারিত" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি নির্দেশ করে বলে গবেষকরা মনে করেন।

আইস এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের হেফাজতে থাকা সবাইকে খাদ্য, পানি, চিকিৎসা ও জরুরি সেবা দেওয়া হয়। সংস্থাটি দাবি করে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কারাগারের তুলনায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে।

তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন। তারা দাবি করছে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পাওয়া, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার ঘাটতি এবং অতিরিক্ত চাপ মৃত্যুহারের বৃদ্ধির প্রধান কারণ হতে পারে।

গবেষক ও চিকিৎসকেরা কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তদারকি সংস্থাগুলোকে পুনরায় শক্তিশালী করতে এবং হেফাজত ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে।

তাদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি এমন একটি সংকেত দিচ্ছে যা উপেক্ষা করা হলে ভবিষ্যতে আরও প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়বে।



ভদ্র-মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব

সমাজ সংসারে যারা ভদ্র-মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অহংকার করে না,সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের কথা বলতে থাকলে বলে দেয় তোমাদের সালাম।" *(সূরা ফুরকান:৬৩)* নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী প্রদর্শন করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সা: নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো উপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। উমার রা: সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ। সে বলল, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভংগী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্যে দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে। এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন অত্যম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন ধরনের লোক পূর্ব পরিচিত ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে।

এতজন ভদ্র-মার্জিত ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আল্লাহর আনুগত্য তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। একজন ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তারা ক্ষমতাবান হয়েও তারা ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীর মতো আচরণ করে না। কারণ আল্লাহ এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন," যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" *(সুরা বনী ইসরাইল:৩৭)* কুরআনের এই ঘোষনার ফলে মদীনা তাইয়্যেবার ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজাবৃন্দ থেকে সকল শাসক, গভর্ণর ও সিপাহসালার জীবনধারা বদলে গিয়েছিল। তাঁদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের ছিঁটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর বাড়ী, সওয়ারী ও সাধারণ আচার-আচরণের নম্রতা ও কোমলতা দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন না।

সমাজের যারা ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল তারা নিজেদের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। অতি নম্রতা ও অতি উগ্রতার মাঝে তারা মধ্যম পন্থার অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিজেদের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।" *(সুরা লোকমান:১৯)* এখানে দ্রুত চলা বা ধীরে চলার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ এ কথা বলা হয়নি যে,"দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চলো।" সত্যিকারার্থে ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি। মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকে থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে। আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, এ কথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দৌলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবেলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। হযরত লোকমান আ: এর উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তসঙ্গত ভদ্রলোকের মতো চলো যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

আল্লাহর রাসুল সা: এর সাথীগণ ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁদের রুচি কোন পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর রা: একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন,"মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন যে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন," ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন।' এ দু'টি ঘটনা থেকে জানা যায় হযরত উমর রা: এর কাছে দীনদারীর অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এমনি ঘটনা হযরত আয়েশা রা: এর ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো একজন কারী অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা: বললেন, উমর রা: ছিলেন কারীদের নেতা। কিন্তু তার অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" চাল-চলন ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। হযরত লোকমানের নসীহাতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভঙ্গীমায় কথা বলবে আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য উদ্ধত ভাব ও গলা ফাটিয়ে কথা বলা। যারা ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল তাদেরকে ইসলাম তাদের মানসিকতা ও চরিত্র এমনভাবে তৈরী করে দেয় যে, তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তারা নিরেট ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের লোক।



একের পর এক মার্কিন পরমাণুবিজ্ঞানীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য, তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের ৮০ শতাংশের বেশি অ-পরমাণু উপাদান তৈরি করে। তিনি ২০২৫ সালের আগস্টে আলবুকার্কে নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। তাঁর ফোন, মানিব্যাগ ও চাবি–সব বাড়িতেই পাওয়া যায়। শুধু তাঁর হ্যান্ডগানটি পাওয়া যায়নি।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল উইলিয়াম ম্যাককাসল্যান্ড, বয়স ৬৮। তিনি রাইট-প্যাটারসন বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত এয়ারফোর্স রিসার্চ ল্যাবরেটরির সাবেক কমান্ডার ছিলেন। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউ মেক্সিকোতে নিজের বাড়ি থেকে তিনি নিখোঁজ হন। তাঁর স্ত্রী ৯১১তে ফোন করে বলেছিলেন, তাঁর স্বামী আত্মগোপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যেন কেউ তাঁকে খুঁজে না পায়।

লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির সাবেক কর্মী অ্যান্থনি চাভেজ এবং একই পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণাগারের প্রশাসনিক সহকারী মেলিসা ক্যাসিয়াস–দুজনই ২০২৫ সালে নিখোঁজ হন। তাঁরা হেঁটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নেননি।

নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির পরিচালক মনিকা জাসিন্টো রেজা, বয়স ৬০। ২০২৫ সালের জুনে ক্যালিফোর্নিয়ায় হাইকিং করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

ডেইলি মেইলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের পর ওই ল্যাবের আরও দুজন বিজ্ঞানী–ফ্র্যাঙ্ক মাইওয়াল্ড এবং মাইকেল হিকস মারা গেছেন বলে জানা গেছে। এ দুজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো অপরাধমূলক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়নি। মৃত্যুর কারণও প্রকাশ করা হয়নি।

এমআইটির প্লাজমা সায়েন্স অ্যান্ড ফিউশন সেন্টারের পরিচালক নুনো লোরেইরো (৪৭) ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তাঁর নিজ বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী কার্ল গ্রিলমায়ার (৬৭) ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিজ বাড়ির বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

অন্যদিকে ক্যানসার গবেষক বিজ্ঞানী জেসন থমাস নিখোঁজ থাকার পর তাঁর মরদেহ গত মাসে ম্যাসাচুসেটসের একটি হ্রদে পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

সম্ভাব্য একাদশতম ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবার সামনে আসে। ডেইলি মেইল জানায়, ৩৪ বছর বয়সী বিজ্ঞানী অ্যামি এক্করিজকে নিজ বাড়িতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। তিনি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন বলে জানা যায়।

ডেইলি মেইল আরও জানায়, এ বিষয়ে পুলিশি তদন্ত বা মেডিক্যাল পরীক্ষার কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। তবে মারা যাওয়ার আগে এক্করিজ একটি পডকাস্টে বলেছিলেন, তাঁর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

‘পরিবারসহ পুরো সিলেটবাসী এখনো ইলিয়াস

১৬-এর পৃষ্ঠার পর শিকার। এখন পর্যন্ত ইলিয়াস আলীকে আমরা পাই নাই, পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না, তা-ও জানি না। তবে একটাই কথা বলব, ইলিয়াস আলী গুম হয়েছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য।’

কর্মসূচিতে জেলা বিএনপির সহসভাপতি আশিক উদ্দিন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদ আহমদ, মাহবুবুর রব চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, কোহিনূর আহমদ, আল আসলাম মুমিন, ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আহমদ, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান, সহদপ্তর সম্পাদক মাহবুব আলম, সহপ্রচার সম্পাদক শাহীন আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানী থেকে গাড়িচালক আনসার আলীসহ গুম হন ইলিয়াস আলী। বিএনপির অভিযোগ, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের লোকজন তাঁকে গুম করেছে।

দ্বিতীয় দফা বৈঠক ঘিরে অনিশ্চয়তা

৫-এর পৃষ্ঠার পর বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঘোষিত ‘ইরানি বন্দর ও উপকূলীয় এলাকা দিয়ে ঢুকতে বা বের হতে যাওয়া জাহাজের ওপর নৌ অবরোধ’ অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস ক্যানবেরা এ অবরোধের অংশ হিসেবে আরব সাগরে টহল দিচ্ছে। এ অভিযান চলাকালে এখন পর্যন্ত ২৩টি জাহাজ মার্কিন নির্দেশ মেনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ইরান আমাদের জিম্মি করতে পারবে না

ইরান আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ ঘোষণা করার পর গতকাল ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে তেহরানকে সতর্ক করে বলেছেন, এই প্রণালির ভাগ্য নিয়ে লুকোচুরি খেলে তারা ওয়াশিংটনকে যেন জিম্মি করার চেষ্টা না করে।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি। আপনারা জানেন, তারা আবারও প্রণালিটি বন্ধ করতে চেয়েছিল। এটা তারা বছরের পর বছর ধরে করে আসছে; কিন্তু তারা আমাদের জিম্মি করতে পারবে না।’

ট্রাম্প গতকাল বলেন, ‘দিনের শেষ দিকে ইরান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। আমরা বেশ কঠোর অবস্থান নিচ্ছি।’

সমঝোতার রূপরেখা চূড়ান্ত করতে চায় ইরান

গতকাল তুরস্কের আন্তালিয়া ডিপ্লোম্যাসি ফোরামের এক ফাঁকে ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদ খাতিবজাদেহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এখন দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার কাঠামো চূড়ান্ত করার দিকে মনোনিবেশ করছি। আমরা এমন কোনো আলোচনা বা বৈঠকে বসতে চাই না, যা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং যা নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির অজুহাত হতে পারে।’

আলোচনার বিষয়ে জানেন এমন দুই কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, ইসলামাবাদের লজিস্টিকস বা প্রস্তুতির কথা বিবেচনায় নিলে বলতে হয়, দুএক দিনের মধ্যে এখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রায় ছয় সপ্তাহের যুদ্ধ শেষে ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হয়। স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধে ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা প্রায় ২১ ঘণ্টা সরাসরি বৈঠক করে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। এরপর ইরানের নৌবন্দরে অবরোধের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ১৩ এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হয়।

এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সত্ত্বেও পাকিস্তানসহ মধ্যস্থতাকারীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফা সরাসরি বৈঠকে ফেরানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তেহরানে তিন দিনের সফর শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির।

আসিম মুনিরের তেহরান ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পর ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এক বিবৃতিতে জানায়, গত কয়েক দিনে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তেহরানে অবস্থানকালে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ইরান বর্তমানে সেগুলো পর্যালোচনা করছে, কিন্তু এখনো কোনো চূড়ান্ত জবাব দেয়নি।

তবে ইরান কোনো আপস করবে না উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইরান হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ...যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ বহাল থাকা অবস্থায় এ নৌপথ শর্তসাপেক্ষ বা সীমিত আকারে খুলে দেওয়া সম্ভব নয়। ...ভবিষ্যতে এই পথ খুলে দেওয়া হলে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে ট্রানজিট সার্টিফিকেট দেবে ইরান। পাশাপাশি ওই সব জাহাজকে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও পরিবেশ রক্ষার সেবা বাবদ নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে।

লেবাননে হামলা

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গতকাল ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের বাইত লিফ, কান্তারা ও তুলিন শহরে কামানের গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে বুলডোজার দিয়ে লেবাননের ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি এলাকায় ঘরবাড়ি ধ্বংস ও ভূমি সমান করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন ইসরায়েলের সেনারা।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী হামলার কথা নিশ্চিত করে এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে যেসব এলাকায় এখনো ইসরায়েলের সেনারা অবস্থান করছেন, সেখানে লেবাননের যোদ্ধারা অগ্রসর হওয়ায় এসব হামলা চালানো হয়েছে।

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর এক হামলায় একজন ফরাসি সেনা নিহত এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ হামলা জন্য হিজবুল্লাহকে দায়ী করেন। ইরানপন্থী গোষ্ঠীটি তা অস্বীকার করেছে।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ফরাসি কন্টিনজেন্টের সদস্যদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

পালটাপালটি হুমকির মাঝে আশার আলো

৫-এর পৃষ্ঠার পর পারমাণবিক অধিকার ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু তিনি এটি বলছেন না যে, কোন অপরাধে এ বাধা দেওয়া হচ্ছে? একটি জাতির অধিকার কেড়ে নেওয়ার তিনি কে?

২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল হামলা চালানোর পর থেকে হরমুজ প্রণালিতে সব বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল ইরান। তবে শুক্রবার তারা এই পথটি পুনরায় খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু ট্রাম্প যখন ইরানি জাহাজের ওপর মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানান, তখন একদিন পরই সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে তেহরান। শনিবার হরমুজ প্রণালির দিকে যাওয়ার সময় অন্তত দুটি জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায় এবং এরপর থেকে শিপিং ডেটায় এই জলপথে কোনো জাহাজ চলাচলের খবর নেই।

রোববারের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ইরান হরমুজ প্রণালিতে গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আমাদের যুদ্ধবিরতি চুক্তির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। এটি কোনো ভালো কাজ হয়নি।

আলোচনায় অগ্রগতি, তবে দূরত্ব অনেক : বুধবার দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শেষ হতে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে আলোচনা ভেস্তে গেলেও সম্ভাব্য পরবর্তী বৈঠকের প্রস্তুতির জন্য পাকিস্তানের রাজধানীতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নগর কর্তৃপক্ষ শহরে গণপরিবহণ ও ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। গত সপ্তাহে যেখানে আলোচনা হয়েছিল, সেই সেরেনা হোটেলের আশপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে এবং রোববার অতিথিদের হোটেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এবারের নিরাপত্তা প্রটোকল গতবারের মতো অতটা কড়াকড়ি নয় বলে মনে হচ্ছে। এর আগে ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সাঈদ খাতিবজাদেহ বলেছিলেন, পরবর্তী আলোচনার আগে একটি সমঝোতা কাঠামোতে একমত হতে হবে।

ইরানের প্রধান আলোচক গালিবাফ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ইসলামাবাদে আলোচনায় অগ্রগতি হলেও এখনো বড় ধরনের দূরত্ব রয়ে গেছে। কিছু বিষয়ে আমরা জোর দিচ্ছি এবং তাদেরও কিছু রেড লাইন বা অলঙ্ঘনীয় সীমা রয়েছে। তবে ইরান বলছে, মার্কিন নৌ-অবরোধ বজায় থাকলে তাদের প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য পাকিস্তানে যাবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব দিয়েছিল ইরানের সব পারমাণবিক কার্যক্রম ২০ বছরের জন্য স্থগিত করতে আর ইরান তা তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ রাখার পালটা প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে হরমুজ প্রণালি কোনো শর্ত ছাড়া সবার জন্য উন্মুক্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ইরান তাতে রাজি হয়নি।

হরমুজ প্রণালি ফের অবরুদ্ধ : রোববার ভোরে শিপিং ট্র্যাকিং সাইটগুলোয় দুটি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ট্যাংকারকে প্রণালির দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেলেও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে শিপিং ডেটায় আর কোনো জাহাজ চলাচলের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অষ্টম সপ্তাহে গড়ানো এই যুদ্ধ বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করেছে। বিশ্ববাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশ তেলের রুট হরমুজ বন্ধ থাকায় তেলের দাম হুহু করে বাড়ছে। তবে শুক্রবার প্রণালি খোলার ঘোষণায় তেলের দাম ব্যাপকভাবে পড়ে যায় এবং শেয়ারবাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায়। কিন্তু হরমুজ আবারও বন্ধ করে দেওয়ায় আজ থেকে বাজারে ফের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

মুনাফায় ওয়ালস্ট্রিটসহ অস্ত্রশিল্প ও এআই!

৫-এর পৃষ্ঠার পর ব্যাংকগুলো। সাধারণত স্থিতিশীল বাজারে ব্যাংকিং খাত একটি নির্দিষ্ট গতিতে আয় করে, কিন্তু অস্থির বাজারে লেনদেনের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি কমাতে তাদের শেয়ার, বন্ড এবং অন্যান্য সম্পদ বারবার কিনে ও বিক্রি করছে। প্রতিটি লেনদেন থেকেই ব্যাংকগুলো কমিশন ও ট্রেডিং ফি সংগ্রহ করছে। এর ফলে মরগান স্ট্যানলি, গোল্ডম্যান স্যাকস এবং জেপি মরগান চেজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই ধরনের অস্থিরতা দীর্ঘ হলে একসময় বিনিয়োগকারীরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে, তবে আপাতত ব্যাংকিং খাত একটি “ভোলাটিলিটি বুম” উপভোগ করছে।

একই সঙ্গে ডিজিটাল অর্থনীতির নতুন ক্ষেত্রগুলোও লাভবান হচ্ছে। বিশেষ করে প্রেডিকশন মার্কেট বা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বেটিং প্ল্যাটফর্মগুলো যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বিপুল ট্রেডিং ভলিউম দেখছে। পলিমার্কেট-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারকারীদেরকে বিভিন্ন বৈশ্বিক ঘটনার ফলাফল নিয়ে বাজি ধরার সুযোগ দিচ্ছে। এতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ লেনদেন হচ্ছে এবং প্ল্যাটফর্মগুলো ফি থেকে বড় আয় করছে। তবে এই বাজারে মুনাফা অত্যন্ত অসমভাবে বিতরণ হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অল্প কয়েকজন বড় ট্রেডারই অধিকাংশ লাভ নিয়ন্ত্রণ করছে, যেখানে সাধারণ ব্যবহারকারীরা তুলনামূলকভাবে কম সফল হচ্ছে। তবুও এই খাতের সামগ্রিক বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলছে এবং এটি এখন বৈশ্বিক ফাইন্যান্সের একটি নতুন অংশ হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে লাভবান হওয়া খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা ও অস্ত্র শিল্প। বিশ্বজুড়ে একাধিক সংঘাত একসঙ্গে চলমান থাকায় বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের সামরিক বাজেট বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলো বিশেষভাবে ন্যাটো নীতির অধীনে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করছে, যা তাদের জিডিপির বড় অংশ হয়ে উঠছে। এর ফলে অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলোর জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা তৈরি হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, রাডার সিস্টেম এবং উন্নত যুদ্ধ প্রযুক্তির বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিরক্ষা খাতের কোম্পানিগুলোর শেয়ার বাজারেও বড় উত্থান দেখা যাচ্ছে, যা এই শিল্পকে বিনিয়োগকারীদের জন্য অন্যতম লাভজনক খাতে পরিণত করেছে।

প্রযুক্তি খাত, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই শিল্প, এই সংকটের মধ্যেও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। যুদ্ধকালীন অর্থনীতি সাধারণত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে, এবং বর্তমান পরিস্থিতিও তার ব্যতিক্রম নয়। সেমিকন্ডাক্টর চিপের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেছে, কারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ডেটা বিশ্লেষণ, অটোমেশন এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমে এআই এখন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তাইওয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের বড় চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো রেকর্ড রপ্তানি করছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো নতুন এআই পরিষেবা, মডেল এবং ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করছে। এই খাতকে অনেক বিশ্লেষক ভবিষ্যৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দেখছেন, যা বর্তমান সংকটেও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।

জ্বালানি সংকটের প্রভাব থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তেল ও গ্যাসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ঝুঁকি আবারও স্পষ্ট হয়েছে। এর ফলে অনেক দেশ এখন বিকল্প জ্বালানি উৎসে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প পুনরায় গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকারগুলো এখন শুধু পরিবেশগত কারণে নয়, বরং জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার কৌশল হিসেবে নবায়নযোগ্য শক্তিকে দেখছে। এশিয়ার অনেক দেশ ইতিমধ্যে নতুন নীতি গ্রহণ করেছে, যেমন সৌর প্যানেল স্থাপনে ভর্তুকি, নতুন বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং কিছু ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনরায় চালু করা। এর ফলে নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের কোম্পানিগুলোর শেয়ার মূল্য এবং বিনিয়োগ দ্রুত বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তনের আরেকটি বড় দিক হলো শিপিং ও লজিস্টিক শিল্পের চাপ। হরমুজ প্রণালীর সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক জাহাজকে দীর্ঘ পথ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যার ফলে পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে এবং সময়ও বেশি লাগছে। এটি শুধু তেল নয়, বরং খাদ্য, রাসায়নিক এবং শিল্পপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। ফলে বিশ্ববাজারে মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি হচ্ছে, যা সাধারণ ভোক্তাদের উপরও প্রভাব ফেলছে।

সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি একটি দ্বৈত বাস্তবতা তৈরি করেছে। একদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতি যুদ্ধ, জ্বালানি সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চাপের মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে কিছু শক্তিশালী খাত এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাংকিং, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি খাত এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পরিবর্তন কেবল সাময়িক নয়, বরং এটি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন ঃ
আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করেছিলাম। সে বর্তমানে এ দেশের একজন গ্রিনকার্ডধারী। এখন তার জানার বিষয় হচ্ছে একজন ইউএসএ'র গ্রিনকার্ডধারী হিসিবে সে তার আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারে কিনা? আর একজন গ্রিনকার্ডধারী বাংলাদেমে বসবাসকারী কোন্ কোন্ আত্মীদের জন্যে আবেদন করতে পারেন?

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর ঃ
একজন গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেকিত তার আত্মীয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন।

১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী);
২) ২১ নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

উল্লেখ্য যে, গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনদের জন্যে আবেদন করতে পারেন না।

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন সিটিজেন তার স্পাউস, ২১ নিম্ন এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী (বিবাহিত ও অবিবাহিত) সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এ ব্যাপারে তার জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারভিত্তিক অভিবাসনে জটিলতা ঃ
সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন যে, একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করলে সহজেই গ্রিনকার্ড পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় আইন জটিলতা ও বিধিনিষেধের কারণে সেই বিষয় কঠিন হয়ে ওঠে।

এই আনি অনুযায়ী যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি রয়ে গেছেন এবং পরে দেশ ত্যাগ করেন। তারা আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নিষিদ্ধ হন। যদি কেউ ১৮০ দিনের বেশি বা এক বছরের কম সময় অবৈধভাবে অবস্থান করেন তাকে তিন বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের মুখে বাধায় পড়তে হয়।

অন্যদিকে, কেউ এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করলে তাকে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হয়। পরে এই সমস্যা সমাধানে প্রভিশনাল ওয়েভার নামে একটি ব্যবস্থা চালু হয়।

এরপরে এই প্রভিশনাল ওয়েভার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ আরো পরিবর্তন আনা হয়। নতুন নিয়ম অনযায়ী শুধু পরিবার ভিত্তিক আবেদন নয়, কর্মসংস্থানভিত্তিক আবেদন এবং অন্যান্য ক্যাটাগরির আবেদনকারীর এই সুবিধার আওতায় আসেন। তবে, প্রভিশনাল ওয়েভার পাওয়া মানে গ্রিনকার্ড পাওয়া নয়। এখানে দুটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচনা করা হয়। আবেদনকারী এদেশের বাইরে থাকলে এবং তার পরিবার এদেশে থাকলে পরে সেই বিচ্ছিন্নতার ফলে তারা যে কষ্টের মধ্যে পড়ে তা মূল্যায়ন করা হয।

যেমন আবেদনকারী পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হলে তার অনুপস্থিতি প্রভাব ফেলে, দ্বিতীয়ত তারপর পরিবারের সদস্যরা আবেদনকারীর সাথে বিদেশে চলে গেলে যে সামাজিক অবস্থান প্রভাবিত হয় তা বিবেচনা করা হয়।

এই ব্যবস্থাটি কিছুটা বোধগম্য এনেছে তবুও এই অবস্থাটা পূরন করা অনেক কঠিন বিষয়। এর মানদণ্ড বিবেচনা আনা অনেক সময় কষ্টকর। এ কথা সত্য যে প্রকৃতপক্ষে যারা এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছেন তাদের সঠিক আইনী পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে সচেতনতা সঠিক তথ্য এবং আইনি সহায়তা এই কঠিন অবস্থান থেকে বেড়োবার প্রধানতম পন্থা।

মে ভিসা বুলেটিন ২০২৬
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মে ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হয় এর পূর্বে।

মে ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস
প্রথম ● (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : মে ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয় ● পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ ● (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি ● (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। মে ২২, ২০১৭।

তৃতীয় ● (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২।

চতুর্থ ● (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsudd
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

গন্তব্য একক

হাসান হাফিজ

অতৃপ্তি আহতবোধ বিরহের তিতা কষ্ট
কোথায় অর্পণ করা যেতে পারে নিরাপদে
কোনখানে কোথায় কোথায়?
লৌহজং নদীর অতলে।

অপশাসনের গ্লানি, স্বৈরাচারী লেশপেশ
অগণতন্ত্রের বিষ গুম খুন জ্বালাপোড়া
কোথায় নিষ্কৃতি স্বস্তি পাওয়ার ঠিকানা
কোনখানে কোথায় কোথায়?
ওগো নদী লৌহজং, তোমার গহিনে

এইসব মাৎস্যন্যায় ভুলচুক মনোব্যথা
বহুদিন অদেখাজনিত ক্ষত আকুলিবিকুলি
কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লুকিয়ে পড়তে চায়
কোনখানে সেই মোক্ষ নিষিদ্ধ গন্তব্য?
লৌহজং নদী ছাড়া অন্য কেউ নয়,
কাঙ্ক্ষিত সমুদ্র বক্ষ কোনোদিনই ছুঁতে সে পারে না



অদ্ভুত এক স্বর্গ অপেক্ষমাণ

জহীর হায়দার

রাঙানো যৌবনের অপরূপ
লাবণ্যভরা ওই কবিতায় কবিতায়
ভালোবাসার শৌখিন পদ্ম-শোভিত
অপূর্ব মাধুর্যের একটি রাত:

নির্বাক, অনন্ত মোহের নিশ্চুপ এ রাতকে
সাথে নিয়ে নিঃশব্দে যাবো এখন
শান্তি-রঙ সুন্দরের প্রাণপ্রিয় ওই গোলাপ উদ্যানে:
আর হ্যাঁ, ওখানে হ্যাঁ নিশ্চুপ ওই ওখানেই
নিঃসঙ্গ এ আমার আলোকমুখর জীবনের
নিরব গাম্ভীর্যের অনন্য সৌরভে ভরা রাতের
অবিশ্বাস্য, অসম্ভব রহস্যঘেরা অদ্ভুত এক
স্বর্গ অপেক্ষমাণ----

নববর্ষে এ বৈশাখ

মান্নান নূর

করতলে সূর্য, আর বুকে সবুজ রাখি,
কাঁঠাল-আমের ছায়ায় বেহুলার ঘর।
শূন্যে উধাও আজ-বাংলা কাঁদে,
ফিরতে ফিরতে চোখের জল ফেলছিল হালের বলদ,
লাঙল জাদুঘর থেকে উঁকি মারে।

পাড়ার দহলিজে ফেসবুকের বাহার,
পাপড়ি ছাড়ে ফুল অসময়ে।
নববর্ষে এ বৈশাখ, গ্রাম ছেড়ে
রেস্তোরাঁয় খায়: পান্তাভাত কেবল
কথায় আর খাতায়।



বৈশাখ আমাদের আকাঙ্খার ঘর

গাউসুর রহমান

বৈশাখের সব মাধুরী দৃশ্যমান নয়
বৈশাখের রয়েছে অনেক অধরা মাধুরী
রয়েছে ভয়াল রূপের ভৈরবী–
তপ্ততনুর খবর, অদ্ভুত অভিসার।

বৈশাখের আগুন মানুষের
শরীর-মনে জ্বলে,
বৈশাখ নিয়ে আসে
মেঘদূতের নতুন নতুন পত্র।

বৈশাখের রয়েছে চৌচির পিপাসা
বৈশাখে বিকেলের নদী জলপিপাসার জন্যে
কান পেতে থাকে,
বৈশাখে প্রকৃতি ক্ষুধার বিবর থেকে
বেরিয়ে আসে।

বৈশাখের আছে মস্ত বড় অগ্নিশিল্প
এই অগ্নিশিল্প কখনো কখনো
মানুষের কোলে এসে বসে,
বৈশাখের চিতাবাঘ-রোদ-
মানুষকে ক্লান্ত করে, বিহ্বল করে।
তবুও বৈশাখ আমাদের আকাঙ্খার ঘর।

পুরোনো দিনের প্রতিধ্বনি

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আমার দেয়ালের ঘড়িটা আজ আর সময় বলে না
বরং থেমে গিয়ে ফিসফিস করে বলে,
ওহে দিকভ্রান্ত, পুরোনো সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দাও।
তার কাঁটাগুলো আটকে আছে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে
যেখানে আমি শেষবার নিজেকে হারিয়েছিলাম।

১৪২৯ এর শেষ নিঃশ্বাস এখনো বাতাসে ঝুলে আছে
আর নতুন বছর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে
সেও একটা আজব জটিল অদ্ভুত নীরবতা বাজায়
যেন সে জানে, আমি এখনো কিছুমাত্র প্রস্তুত নই।

এবার বৈশাখের বাতাসে আমি এ কেমন গুঞ্জন শুনি
ভবিষ্যৎ নাকি তার নাম আমূল বদলাচ্ছে
প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি নতুন পরিচয়ের জন্ম দিচ্ছে।

তবুও আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করি
কিন্তু প্রতিবারই আমার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে ওঠে
চারদিকে শুধু শোনা যায় পুরোনো দিনের প্রতিধ্বনি।
আমি জানি, নববর্ষ মানে সময়কে নতুন করে গোনা নয়
বরং নিজের ভেতরের ভাঙা ঘড়িটাকে সচল করা!

আকুতির সমর্পণ

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

দীর্ঘ অমাবস্যা পাড়ি দেয়া ছাড়া
পরখ করা যায় না নিঃসঙ্গতার আঁধার,
কতটুকু দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে ধরে
একলা একা পাঠ করে যেতে হয় নক্ষত্রের ভাষা।
ভাঙনের তুমুল ঝড় বিধ্বস্ত হৃদয়
বুকের দহন চোখের জলে নেভানো কতটুকু দুরূহ
বুঝি নাই তা প্রিয় হারানোর কিঞ্চিৎ আগে।
এই যে অশ্রুসিক্ত নির্জনতা
এই যে একাকিত্বের কোলাহল
বুকের আঙিনা-উঠোনে দীর্ঘমেয়াদী নৃত্যকলা,
যেখানে চাঁদও চক্ষুশূল, বিদগ্ধ পূর্ণিমা...

যাপিত জীবনের সমস্ত বিষণ্ণতা, শূন্যতা
আকুতির সমর্পণে মুছে দিতে পারি না ফের?



নববর্ষ

দুলাল সরকার

নববর্ষ নিরূপিত হয়, প্রকৃতির হেসে ওঠা দিয়ে---
নভোচর আকাশের ধূ-ধূ স্বর, রক্তিম অধরের
ফুটে ওঠা সঙ্গোপন ইঙ্গিত ঢেলে---- দু' হাতে
ধারণকৃত প্রকৃতির উদাসীন স্বতঃস্ফূর্ত
আবেগ বোঝাতে মৃত্তিকার শস্যমুখী হওয়া;

নববর্ষ নিরূপিত হয়, প্রকৃতির আপন ক্ষমতার
উৎসের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে তোমার
নির্মোহ গানে হৃদয়কে যুক্ত করে অসীমের
আকুতি বোঝাতে শস্যপাঠ, অরণ্যে- অরণ্যে
নিজেকে সম্পৃক্ত করে অবমুক্ত হওয়া----

ছায়ার সংকেত

কাজল রশীদ

জানালার ধারে একটি নীরব বাতি,
কেউ তাকে জ্বালায় না,
তবু আলো জাগে।
দূরের আকাশে একটি ভাঙা তারা,
হয়তো কারো না বলা কথার ঠিকানা।
নদীটা আজ উল্টো স্রোতে বয়ে যায়,
যেন সময় নিজেকেই খুঁজে ফেরে।
পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থাকে
এক টুকরো বাতাস,
যেন গোপন বার্তা কারো জন্য।
রাত শেষে যে ভোর আসে নিঃশব্দে,
সেই বুঝি অন্ধকারের লেখা চিঠি।

অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস

সাগর আহমেদ

তোমাকে যতবার ছুঁতে চেয়েছি, ততবারই দীর্ঘশ্বাস
ছুঁয়েছি, হৃদয় হয়েছে বিদীর্ণ- অবিরাম রক্তক্ষরণ।
প্রতিটি সকালের রোদ্দুর কিংবা বিকেলের নরম
আলোয়, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি:
হাত ধরে একটুখানি হাঁটবো বলে।

তোমার অবহেলার চোখ যেন এক নির্দয় নদী,
চলে যাবো তোমার শহর হতে বহুদূর-
অভিমানে, আক্ষেপে, অনিচ্ছার নির্বাসনে।
অথচ আমার সহস্র কোটি প্রহর কাটে তুমিহীনতায়;
প্রতিটি রাতের আত্মচিৎকারে মনে হয়-
জোছনা দিতে ভুলে গেছে ঝলসানো চাঁদ।

ভাঙা চশমার ফাঁকে অপেক্ষারত চোখ,
মধ্যরাতের বরফি বাতাসে শূন্যে তাকিয়ে রয়।
তপ্ত সীসার মতো পুড়ে যায় নির্বাসিত অন্তর,
অকারণে গলে পড়ে অবাধ্য নোনাজল।
আমি উৎসবহীন নীরবে ফিরি নতমুখ নিয়ে-
অসীম করুণ বেদনায়, অথচ আমি এসব চাইনি।

‘গুমের’ ১৪ বছর পূর্তি

‘পরিবারসহ পুরো সিলেটবাসী এখনো ইলিয়াস আলীর প্রতীক্ষায় রয়েছে’



এম ইলিয়াস আলীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন চেয়ে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী। আজ শুক্রবার সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ মসজিদে

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট : বিএনপির ‘গুম হওয়া’ সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলীর সন্ধান এবং নিরাপদ প্রত্যাবর্তন চেয়ে দোয়া মাহফিল করেছে সিলেট জেলা বিএনপি। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর হজরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ মসজিদে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ইলিয়াস আলীর ‘গুমের’ ১৪ বছর পূর্তিতে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিল-পরবর্তী এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (এ্যানি)। এ সময় তিনি বলেন, ইলিয়াস আলী ছিলেন একজন ত্যাগী, সাহসী ও গণতন্ত্রকামী নেতা। তিনি সব সময় জনগণের অধিকার ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। দেশের জন্য কথা না বললে হয়তো তিনি গুম হতেন না। তিনি গণতন্ত্র ও নির্বাচনের জন্য লড়াই করেছেন।

সভায় পানিসম্পদমন্ত্রী আরও বলেন, ‘ইলিয়াস আলীকে হয়তো আমরা ফিরে পাব না। কিন্তু তাঁর পরিবারসহ পুরো সিলেটবাসী এখনো প্রতীক্ষায় রয়েছে।’ এ সময় মন্ত্রী জানান, সিলেটের বাসিয়া নদী খননকাজ এবং জেলা স্টেডিয়ামে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিগগির সিলেট সফরে আসবেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী দোয়া মাহফিল-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী বক্তব্য দেন।

আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, ইলিয়াস আলী দলের ক্রান্তিলগ্নে সিলেটকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গণমানুষের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁর গুম হওয়ার বিষয়টি গভীর বেদনা ও উদ্বেগের। তাঁরা এ ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে চান।

এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, ‘১৪ বছর হয়েছে ইলিয়াস আলী গুমের শিকার হয়েছেন। তিনি গুম হয়েছেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। যে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি প্রতিহিংসার ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

হরমুজ প্রণালি

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পাল্টাপাল্টি অবরোধের পার্থক্য কোথায়

অনলাইন ডেস্ক : হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা স্নায়ুযুদ্ধে রূপ নিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই জলপথ অবরোধে ইরানের দেওয়া হুমকিকে ‘অদ্ভুত’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে বাস্তবতা হলো, উভয় দেশই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে ভিন্ন কৌশলী অবরোধ আরোপ করেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা হরমুজ প্রণালিতে নিজেদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবে। তাদের এই অবরোধের ধরণ মূলত প্রশাসনিক ও তদারকিমূলক।

ইরানের অবরোধের আরেকটি শর্ত হলো, হরমুজ প্রণালি পার হওয়া আগে প্রতিটি জাহাজকে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। এরপর তারা ‘ট্রানজিট সার্টিফিকেট’ পাবে।

পাশাপাশি, নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষার কথা বলে প্রতিটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে মাশুল বা টোল আদায় করবে তেহরান। অর্থাৎ, ইরান নিজেকে এই জলপথের নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরুতে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের অবরোধের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো, ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা।

এ লক্ষ্যে মার্কিন নৌবাহিনী মূলত ইরানের নিজস্ব বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজকে বাধা দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, তারা আন্তর্জাতিক জলসীমায় ‘চলাচলের স্বাধীনতা’ ক্ষুণ্ন করবে না। অর্থাৎ, ইরান ছাড়া অন্য দেশের বন্দরগামী জাহাজগুলো যদি ইরানকে কোনো মাশুল বা টোল প্রদান না করে, তবে তাদের চলাচলে মার্কিন বাহিনী বাধা দেবে না।

হরমুজ প্রণালিতে দুই দেশের অবরোধের মূল পার্থক্যের জায়গা হলো- ইরান চায় আন্তর্জাতিক এই জলপথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে প্রতিটি জাহাজ থেকে রাজস্ব আদায় করতে।

একের পর এক মার্কিন পরমাণুবিজ্ঞানীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য, তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের



২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অত্যাধুনিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন ছবি: ফক্স নিউজ চ্যানেলের ভিডিও থেকে নেওয়া

তথ্যসূত্র: আরটি : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ১০ থেকে ১২ জন বিজ্ঞানীর রহস্যজনক মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিজ্ঞানীদের যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গোপনীয় পারমাণবিক ও মহাকাশ-সংক্রান্ত তথ্যভান্ডারের কিছু অংশে প্রবেশাধিকার ছিল।

এসব ঘটনা অনলাইনে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে–যার মধ্যে বিদেশি গুপ্তচরবৃত্তি থেকে শুরু করে গোপন ইউএফও গবেষণা আড়াল করতে সরকারি পর্যায়ে তথ্য গোপনের অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, তিনি মাত্রই ‘এসংক্রান্ত একটি বৈঠক থেকে বের হয়েছেন’। তিনি ‘এটা বেশ গুরুতর বিষয়’ বলেও উল্লেখ করেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি আশা করি, এটা অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মতোই হবে, আগামী দেড় সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বিষয়টি জানতে পারব। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং আমরা খুবই দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’

২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অত্যাধুনিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন।

কারা রয়েছেন তালিকায়

স্টিভেন গার্সিয়া, বয়স ৪৮। তিনি কানসাস সিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ক্যাম্পাসে একজন সরকারি কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

টেক্সাসে সাজু খাদেমের একক চিত্র প্রদর্শনী

শেষ পৃষ্ঠার পর





মহল’ শিরোনামের এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর বৈচিত্রময় সৃষ্টিকর্ম দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়, যেখানে রঙ, রূপ ও ভাবনার সৃজনশীল সমন্বয়ে তার শিল্পচর্চার গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পটভূমির দর্শনার্থীরা প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করে শিল্পীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রশংসা জানান, যা পুরো আয়োজনকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সফল।

গত ১৪ মার্চ শুরু হয়ে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় এক মাসব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে ৩২টি চিত্রকর্ম স্থান পায়। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গ্যালারি খোলা ছিল। রবিবার গ্যালারি খোলা থাকত দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

প্রতিদিনই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে গ্যালারিতে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। শিল্পপ্রেমীরা ধীরে ধীরে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন, শিল্পকর্মের নান্দনিকতা ও অন্তর্নিহিত ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। দীর্ঘ সময়জুড়ে আয়োজনটি চলায় দর্শনার্থীরা সুবিধামতো সময়ে এসে প্রদর্শনী উপভোগের সুযোগ পান, যা এর সার্বিক সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার, ২১ মার্চ ২০২৬, বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। এতে আমন্ত্রিত অতিথি ও শিল্পপ্রেমীদের পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্যের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তারা শিল্পীর কাজের প্রশংসা করেন এবং এমন উদ্যোগকে উৎসাহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাদের অনুপ্রেরণা, উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতায় প্রদর্শনীটি আরও প্রাণবন্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

চিত্রশিল্পী সাজু খাদেম বলেন, “প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব জগৎ বা মহল থাকে, আমারও তেমন একটি মহল আছে, যার নাম ‘আয়না মহল’। এই শিরোনামে ফ্লুগারভিল পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায় এক মাসব্যাপী আমার একক চিত্রপ্রদর্শনী চলছে, যার আয়োজন করেছে ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিল। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে একটি মেইনস্ট্রিম প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পেরেছি।

চিত্রকলার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের যে স্বপ্ন ছিল, তা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মেলিসা কলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া, মেলিসা কলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য জুরমানা তারান্নুম লুবাকে জানাই ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ও শুভকামনা রাখবেন। আমি এটিকে আমার যাত্রার একটি শুরু হিসেবে দেখি -এখানেই শেষ নয়, বরং এটি চলমান থাকবে।”

ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মেলিসা কল জানান, এই সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগামী জুন মাসে একটি লাইভ পেইন্টিং শো আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে দর্শনার্থীরা সরাসরি শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

বাংলাদেশে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যাপারে অনেকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও বড় পরিসরে শো করতে আগ্রহী না হওয়ার কারন হচ্ছে চিত্রশিল্পী পরিচয়ের চেয়ে অভিনয়শিল্পীর প্রাধান্য বেশি পাওয়ায়। চিত্র প্রদর্শনী চিত্রশিল্পী পরিচয়েই করতে চেয়েছিলেন। এবং টেক্সাসে সে-ই ভাবেই প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে মোট ১০টিরও বেশি চিত্রকর্ম বিক্রি হয়েছে, যা শিল্পীর কাজের প্রতি দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া ও আগ্রহের প্রতিফলন।

নিউইয়র্কে বৈশাখী বইমেলা ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন







শেষ পৃষ্ঠার পর ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ফুটে ওঠে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গীর। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি নিউইয়র্কসহ দেশে-বিদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন প্রফেসর জন ডিগবি, কবি-গল্পকার নাজনীন সীমন, রবীন্দ্রনাথ সরকার, সুরীত বড়ুয়া এবং লতিফা শামসুদ্দীন। তাঁদের পরিবেশনায় কবিতার নানা স্বর ও ভাব দর্শকদের মুগ্ধ করে। আলোচনায় অংশ নেন প্রকাশক রেদওয়ান জুয়েল, প্রবীণ সাংবাদিক ফজলুর রহমান, অধ্যাপিকা হুসনেয়ারা হাসি, চলচ্চিত্র নির্মাতা রওশান আরা নীপা এবং সাংবাদিক আসলাম আহমেদ খান। বক্তারা বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রসার, নতুন লেখকদের সুযোগ সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের গুরুত্ব নিয়ে মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী দিনার মনি ও পূরবী সরকার। পাশাপাশি জন এডামস হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা বৈশাখী সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। এ পরিবেশনায় সহযোগিতা করেন উক্ত স্কুলের তিনজন শিক্ষক মিস শিরীন রহমান, মিস পূরবী সরকার ও মিস নাজনীন সীমন। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ নেন পিণাক পাণি গোস্বামী, ওমার অলিভারা, টনি রোজা এবং কেন গর্ডেন, যাদের সুরে অনুষ্ঠানমঞ্চ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত হায়দার রিচি, রিনা আবেদীন, মনিরা আকঞ্জি এবং একক সৌবীরসহ প্রবাসী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বইমেলায় নালন্দ, ফেরুল প্রেস এবং শব্দগুচ্ছ প্রেসের বইয়ের স্টল অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যেখানে দর্শনার্থীরা নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশনা ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উডহেভেন পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান কেন গর্ডেন এবং 'শব্দগুচ্ছ' আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকার সম্পাদক হাসান আল আব্দুল্লাহ। আয়োজনটি যৌথভাবে পরিচালনা করে 'শব্দগুচ্ছ' আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকা ও উডহেভেন পাবলিক লাইব্রেরি।

প্রবাসে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের এই আয়োজন শুধু উৎসবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি হয়ে উঠেছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সেতুবন্ধন, যা নতুন প্রজন্মকে তাদের শেকড়ের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। অনুষ্ঠান শেষে শব্দগুচ্ছ কর্তৃক বৈশাখী আপ্যায়নে ব্যবস্থা করা হয়। -- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক রশীদ আহমদকে সিলেটে সংবর্ধনা





শেষ পৃষ্ঠার পর পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্কের দুটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ এর গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদরাসার মুহতামিম শায়খ রফীক্ব আহমদ মহল্লী ও সঞ্চালনা করেন মাদরাসার সহকারী শিক্ষা সচিব এবং মুহাদ্দিস মাওলানা শামীম আহমদ মেঘারগ্রামী।

সংবর্ধিত অতিথি প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যে বলেন, জ্ঞান অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীরা সকল প্রকার গুনাহ মুক্ত জীবন এবং শিক্ষকদের অনুসরণ অনুকরণ করে সর্বত্র মনযোগ দিতে হবে। তাহলে আগামীতে এই মাদরাসা থেকে বড় বড় ফকীহ,আলেম ও মুহাদ্দিস বের হবে,যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নায়িবে মুহতামিম মাওলানা ফয়েজ আহমদ, নায়িবে শায়খুল হাদীস মুফতী নাসির উদ্দিন তোয়াকুলী মুহাদ্দিস মাওলানা বদরুল ইসলাম তুকুইরী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

এছাড়াও সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুসা আল মারুফ, মাওলানা জাকির হোসেন , মাওলানা সাফওয়ান আহমদ সুলতানপুরী, মাওলানা কামরান আহমদ সুন্দাউরী , মাওলানা আনওয়ার হুসাইন এবং মরহুম মাওলানা আব্দুল মতীন (রহ.)-এর কনিষ্ঠ সন্তান সালিক আহমদ সাদীসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত অতিথি মাওলানা রশীদ আহমদ এর মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অপরাধ গ্যাং দ্বন্দ্ব : মোহাম্মদপুর ঢাকার 'সিটি অব গড'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকার মোহাম্মদপুরে সাম্প্রতিক এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড আবারও সামনে নিয়ে এসেছে এলাকার দীর্ঘদিনের অপরাধচিত্র। ১২ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, প্রতিপক্ষের ধাওয়া খেয়ে পালাতে গিয়ে এক তরুণ রাস্তায় পড়ে গেলে তাকে ঘিরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। একপর্যায়ে তার পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে জানা যায়, নিহত ওই তরুণ ইমন হোসেন, যিনি অপরাধ জগতে 'অ্যালেক্স ইমন' নামে পরিচিত। তিনি মোহাম্মদপুরের একটি গ্যাংয়ের প্রধান এবং শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলালের সহযোগী ছিলেন।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ইমনের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি ও মাদকসহ ১৮টি মামলা ছিল। তবে এসব মামলার বিচার বা শাস্তি কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের হামলাতেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি অনেকের কাছে মনে করিয়ে দেয় ব্রাজিলের আলোচিত চলচ্চিত্র সিটি অব গড এর শেষ দৃশ্য যেখানে অপরাধী জীবনের পরিণতি ঘটে প্রতিপক্ষের হাতে বিচারব্যবস্থার বাইরে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের তথ্য বলছে, মোহাম্মদপুরে বর্তমানে প্রায় ৫০টি অপরাধী দল সক্রিয় যার মধ্যে অন্তত ১৭টি বড় গ্যাং। প্রতিটি দলে রয়েছে ১৫ থেকে ২০ জন সদস্য। এসব দলের নামও বৈচিত্র্যময় পাটালি গ্রুপ লেভেল হাই গ্রুপ অ্যালেক্স গ্রুপ গাংচিল গ্রুপসহ আরও অনেক। তাদের আয়ের প্রধান উৎস মাদক ব্যবসা চাঁদাবাজি



দখলদারিত্ব ও ছিনতাই।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুর্বলতার সুযোগে এসব গ্যাং আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। গত প্রায় ২০ মাসে গ্যাং দ্বন্দ্বে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ ইমন হত্যার পর ১৫ এপ্রিল আরেকজন লম্বু আসাদুল মাদক ব্যবসা নিয়ে বিরোধে খুন হন।

মোহাম্মদপুরের অপরাধচিত্র নতুন নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এখানে খুন চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব চলছে। সময়ের সঙ্গে অপরাধের ধরন বদলেছে গ্যাংয়ের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। নব্বইয়ের দশকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ছায়ায় তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়।

২০০০ সালের পর থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন অভিযান বিশেষ করে র‍্যাব গঠনের পর বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এলেও অপরাধ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বরং ২০০৯ সালের পর রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয়ে নতুন করে কিশোর গ্যাংয়ের উত্থান ঘটে। এসব গ্যাং মাদক ব্যবসা থেকে শুরু করে ছিনতাই ও দখলদারিত্বে জড়িয়ে পড়ে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বর্তমানে সক্রিয় বড় গ্যাংগুলোর মধ্যে অন্তত কয়েকটির পেছনে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব রয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট অনেকেই এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তবে বাস্তবতা হলো অপরাধী দলগুলোর প্রভাব এখনো দৃশ্যমান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন মোহাম্মদপুরের ভৌগোলিক ও সামাজিক বাস্তবতাও অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে বড় কারণ। প্রায় ৭ দশমিক ৪৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জনঘনত্ব নিম্নআয়ের মানুষের বসবাস এবং জেনেভা ক্যাম্পের মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল সব মিলিয়ে অপরাধের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অপরাধ করে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করার সুযোগও এখানে তুলনামূলক সহজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান রেজাউল করিমের মতে কেবল অভিযানে নয় প্রো অ্যাকটিভ বা আগাম উদ্যোগী পুলিশিং ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। অপরাধীদের গতিবিধি আগে থেকেই পর্যবেক্ষণ করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপরাধ করে কেউ যেন পার না পায় তা নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন মোহাম্মদপুর এখন একটি নেতিবাচক পরিচয়ের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। অনেকের কাছে মনে হয় অপরাধ মানেই এই এলাকা। অথচ এখানে বহু সাধারণ মানুষ বসবাস করেন যারা শান্তিপূর্ণ জীবন চান। কিন্তু গ্যাং সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

সব মিলিয়ে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর সিটি অব গড এর সঙ্গে তুলনাটি এখন আর কেবল রূপক নয় বরং বাস্তবতার প্রতিফলন বলেই মনে করছেন অনেকেই। বিচারহীনতা গ্যাং দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাবের চক্র ভাঙতে না পারলে মোহাম্মদপুরের এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র : নিজস্ব সংবাদদাতা









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মূল্যায়ন/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ফ্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes



Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা নতুনভাবে বিনিয়োগ যাতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইচ্ছামতো এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারেন।

দেশে কোন জোলশীয় মালিক/পরিচালক দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পরবর্তীতে ৫বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলাসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাজাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098780

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

৭৪ মিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল হারাচ্ছে নিউইয়র্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিল। অনেক লাইসেন্স এমন ব্যক্তিদের কাছে বৈধ ছিল, যাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমোদনের মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল সরকার নিউইয়র্ককে সব ধরনের "নন-ডোমিসাইলড" সিডিএল পুনর্বিবেচনা করে অবৈধ লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেয়।

এই বিষয়টি সামনে আসে গত বছরের এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর, যা ফ্লোরিডায় তিনজনের প্রাণ কেড়ে নেয়। এরপর থেকে দেশজুড়ে বিষয়টি গুরুত্ব পায় এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লাইসেন্স যাচাই শুরু হয়। ফেডারেল মটর ক্যারিয়ার সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, অধিকাংশ অঙ্গরাজ্য এই নির্দেশনা মেনে নিয়েছে বা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথে রয়েছে। তবে নিউইয়র্ক ছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়া ইতোমধ্যে ২০০ মিলিয়ন ডলার তহবিল হারিয়েছে। এছাড়া পেনসিলভানিয়া, মিনেসোটা ও নর্থ ক্যারোলিনার মতো অঙ্গরাজ্যগুলোও একই ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে।

পরিবহন সেক্রেটারী শন ডাফি বলেছেন, "আমেরিকানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কোনো রাজ্যের অবহেলা মেনে নেব না।" তিনি আরও দাবি করেন, অযোগ্য ও যাচাইহীন বিদেশি চালকদের কারণে সড়ক নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে মোট ট্রাকচালকদের প্রায় ২০ শতাংশই অভিবাসী। তবে বিতর্কিত এই "নন-ডোমিসাইলড" লাইসেন্সধারীরা মোট লাইসেন্সের প্রায় ৫ শতাংশ বা প্রায় দুই লাখ চালক। এর মধ্যে নিউইয়র্ক একাই ৩২ হাজারের বেশি লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভবিষ্যতে এ ধরনের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করা হবে, যা প্রায় ৯৭ শতাংশ বিদেশি চালককে এই লাইসেন্স পাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।

অন্যদিকে, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তারা দাবি করেছেন, তাদের লাইসেন্সিং পদ্ধতি ফেডারেল আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অতীতেও এ ধরনের অডিটে তাদের কার্যক্রম বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুলের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ এবং "ব্লু স্টেট"গুলোর বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর চাপ সৃষ্টির অংশ।

এক বছরে ডিওজে'র ৩ সহস্রাধিক আইনজীবীর পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তারা বলছেন, এই প্রস্থানের কারণে বিচার বিভাগের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কর সংক্রান্ত মামলা, মাদকবিরোধী অভিযান, জাতীয় নিরাপত্তা, পরিবেশ আইন এবং নাগরিক অধিকার এসব ক্ষেত্রেই কার্যকারিতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিচার বিভাগ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বর্তমানে ১০ হাজারের বেশি আইনজীবী দায়িত্ব পালন করছেন এবং সংস্থাটি আগের চেয়ে আরও কার্যকরভাবে কাজ করছে। কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন, অপরাধ দমনে সাফল্য এবং সুপ্রিম কোর্টে রেকর্ডসংখ্যক রায় তাদের কার্যক্রমের প্রমাণ।

বিশ্লেষকদের মতে, আইনজীবীদের এই প্রস্থান আংশিকভাবে রাজনৈতিক চাপ এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের ফল। অনেকেই আশঙ্কা করেছেন যে তাদের এমন কাজ করতে বলা হতে পারে, যা পেশাগত নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনের নীতিগত পরিবর্তনের কারণে কর্মকর্তাদের অন্য বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে, যা অসন্তোষ বাড়িয়েছে।

অভ্যন্তরীণ মনোবল কমে যাওয়াও একটি বড় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। যারা এখনও কর্মরত রয়েছেন, তাদের ওপর কাজের চাপ বেড়ে গেছে। ফলে অনেকে পরিস্থিতিকে "অসহনীয়" বলেও বর্ণনা করেছেন।

বিশেষ করে নাগরিক অধিকার বিভাগে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জানা গেছে, এই বিভাগের প্রায় ৭৫ শতাংশ আইনজীবী ইতোমধ্যে চাকরি ছেড়েছেন। এর ফলে বিভাগটির কার্যক্রমের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে।

এছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগেও উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গেছে। জরিমানার পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, যা পরিবেশ রক্ষায় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে, অভিবাসন সংক্রান্ত মামলায় বিচার বিভাগ বেশি জোর দিচ্ছে। এই খাতে মামলার সংখ্যা বেড়েছে, তবে এর ফলে অন্যান্য অপরাধমূলক মামলার সংখ্যা কমে গেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগে এই পরিবর্তনের প্রভাব আদালতেও পড়ছে। কিছু বিচারক সরকারি আইনজীবীদের সময়সীমা মেনে না চলা এবং আদালতের নির্দেশ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সরকারের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগে যেখানে একটি পদের জন্য শত শত আবেদন পড়ত, এখন সেই আগ্রহ অনেক কমে গেছে। অভিজ্ঞ আইনজীবীদের আকৃষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছেন সাবেক কর্মকর্তারা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি দ্রুত সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা কম। বিচার বিভাগের সুনাম, দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা পুনর্গঠনে বহু বছর সময় লাগতে পারে।

নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ গঠিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

এসব অনুষ্ঠানে মরহুম শিল্পীকে তুলে ধরা হবে। সম্প্রতি এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। পরিষদে সাংবাদিক বেলাল আহমেদ-কে সভাপতি ও সঙ্গীত শিল্পী জোহরা আলীম-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক প্রবাসী শিল্পী জোহরা আলীম আব্দুল আলীম-এর কন্যা।

এদিকে আগামী ১৭ মে রোববার বেলা দু'টায় আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ'র উদ্যোগে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মরমী শিল্পী আব্দুল আলীম ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই বৃটিশ ইন্ডিয়ার পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকা চলে আসেন এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে ঢাকা বেতারের শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। তিনি ৪৩ বছর বয়সে ১৯৭৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদালয়) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার স্ত্রীর নাম বেগম জামিলা খাতুন। শিল্পী আব্দুল আলীম প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৭৭ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অমিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

স্ন্যাপ জালিয়াতি ঠেকাতে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে বিল প্রস্তাব

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে সিটি কাউন্সিল।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে প্রায় ৯.৪ মিলিয়ন ডলারের স্ন্যাপ সুবিধা চুরি বা ফ্রড হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিটি কাউন্সিল এ একটি নতুন বিল উত্থাপন করা হয়েছে।

এই বিলটি উত্থাপন করেছেন কাউন্সিল সদস্য স্যুসান ঝুয়াং। প্রস্তাব অনুযায়ী, সিটির ডিপার্টমেন্ট অব সোশ্যাল সার্ভিস এর অধীনে একটি "স্ন্যাপ অ্যান্টি-ফ্রড অফিসার" নিয়োগ করা হবে। তার প্রধান কাজ হবে কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি স্ন্যাপ সুবিধা জালিয়াতি বা ফ্রড হচ্ছে তা শনাক্ত করা এবং কীভাবে সুবিধাভোগীদের আগাম সতর্ক করা যায়, তা নির্ধারণ করা।

এছাড়া এই কর্মকর্তা ভবিষ্যতে চুরি প্রতিরোধের কৌশল তৈরি করবেন এবং প্রতি বছর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। সেই প্রতিবেদনে কোন এলাকায় বেশি চুরি হচ্ছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে– এসব বিষয় তুলে ধরা হবে।

কাউন্সিল সদস্য সুসান ঝুয়াং বলেন, "এই শহরে কেউ যেন খাবারের অভাবে না থাকে– বিশেষ করে তার প্রাপ্য অর্থ চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে নয়। আর যারা এই চুরি করছে, তাদের কোনোভাবেই পার পেতে দেওয়া উচিত নয়।"

সিটি কাউন্সিলের সদস্যরা জানিয়েছেন, স্ন্যাপ সুবিধা চুরির অন্যতম বড় কারণ হলো ইবিটি কার্ড স্কিমিং। এই পদ্ধতিতে এটিএম বা দোকানের কার্ড রিডারে গোপনে একটি ডিভাইস বসানো হয়, যা ব্যবহারকারীর অজান্তেই তার কার্ডের তথ্য কপি করে। পরে সেই তথ্য ব্যবহার করে ভুয়া কার্ড তৈরি করে অর্থ তুলে নেওয়া হয়।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, অনেক সুবিধাভোগী বুঝতেই পারেন না যে তাদের কার্ড থেকে অর্থ চুরি হয়েছে যতক্ষণ না তারা আবার কেনাকাটা করতে যান বা ব্যালেন্স চেক করেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষ থেকে ২০২৪ সালের শুরুর মধ্যে ৬১ হাজারেরও বেশি নিউইয়র্কবাসী ইবিটি জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করেছেন। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত শহর কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪৭ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

মিশিগানে ঐক্যবদ্ধ মৌলভীবাজারবাসী

শেষ পৃষ্ঠার পর

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আব্দুল বশিরের সভাপতিত্বে এবং আব্দুল মতলিবের সঞ্চালনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক ঐক্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সুধীজন ও মুরব্বিদের অনুরোধে দুই সংগঠন একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে উপস্থিত সকলে উচ্ছসিত হন। আগামী দিনে মৌলভীবাজারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রবাসে তুলে ধরতে এবং প্রবাসীদের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন: আহ্বায়ক: আব্দুল বশির, সদস্য সচিব: আব্দুল মতলিব, সদস্যবৃন্দ: হারুন মিয়া, ইকবাল চৌধুরী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ (শায়রু), ফয়জুর খোকন, খছরু ইসলাম, লুৎফুর রহমান ও মাইকেল মহসিন। উল্লেখ্য, সংগঠনের চূড়ান্ত নাম পরবর্তীতে আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হবে। উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির বরেণ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তাদের মধ্যে ছিলেন- আনেয়ার আক্তার চৌধুরী, নাজমুজ্জামান ইয়ামিন, মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ মতিউর রহমান, সৈয়দ সিকন্দর আলী, তারেক জামান, সৈয়দ আহমেদ আলী (পলাশ), সৈয়দ মনজুর আলী, শাহীন আহমেদ, মোহাম্মদ আবুছায়িদ, হাসান তারেক, আলি সব্দর খান বাবর, আব্দুস সালাম মনজু, মোহাম্মদ রহমান খসরু, আবেদ মনসুর, মাছুম মতলিব, সৈয়দ ইরফান, সাজ্জাদুর রহমান রাজন, রেদওয়ান আহমেদ, সাইফুল চৌধুরীসহ আরও অনেকে।

আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে উপস্থিত সকলে এই ঐক্য প্রচেষ্টাকে 'সর্বজন প্রশংসিত পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেন। সভার শেষ পর্যায়ে মৌলভীবাজার বাসীসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

ওবামা-মামদানির বৈঠক : নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠক শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং অভিজ্ঞ এক সাবেক প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে সামাল দেওয়া যায় এই বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মামদানি ও ট্রাম্পের সম্পর্ক শুরুতে তুলনামূলকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। গত বছর হোয়াইট হাউসে তাদের বৈঠকগুলোতে মামদানি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ট্রাম্পকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এর একটি বড় কারণ হলো মামদানির প্রস্তাবিত নতুন করনীতি। তিনি নিউইয়র্কে ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ির ওপর 'পিয়েড-আ-তের' কর আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান ট্রাম্প, যিনি নিজেও রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। সামাজিক মাধ্যমে তিনি অভিযোগ করেন, এই ধরনের করনীতি নিউইয়র্কের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার হুমকিও দেন।

যদিও ওবামা ও মামদানি তাদের বৈঠকের সময় সরাসরি ট্রাম্প প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি, তবুও রাজনৈতিক মহলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে, জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই ধরনের বৈঠক ভবিষ্যতে কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ওবামা ও মামদানির উপস্থিতি ছিল বেশ প্রাণবন্ত। সেখানে এক হালকা মুহূর্তে ওবামা শিশুদের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম জানতে চাইলে, কেউ কেউ মজা করে "মামদানি" বলে উত্তর দেয়, যা উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল তোলে। এই ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

অন্যদিকে, মামদানি জানিয়েছেন যে ট্রাম্পের সমালোচনায় তিনি বিস্মিত নন। তার মতে, নীতিগত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে এবং তিনি এই বিরোধকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবেই দেখছেন।

তবে বাস্তবতা হলো, ট্রাম্প প্রশাসন অতীতে নিউইয়র্কের ওপর চাপ প্রয়োগের নজির দেখিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প যেমন সাবওয়ে সম্প্রসারণ বা রেল টানেল নির্মাণ– এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘটনা ঘটেছে। ফলে মামদানির জন্য এই রাজনৈতিক সম্পর্ক সামলানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে ওবামার মতো অভিজ্ঞ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মামদানির জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, জাতীয় রাজনীতির জটিল সমীকরণ বোঝা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের পরামর্শ তাকে সহায়তা করতে পারে।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

কৌশলে ডেমোক্র্যাটরা : সুযোগ নিতে চায় রিপাবলিকানরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিরাপদ বলে ধরা হতো। এতে রাজ্যের নির্বাচনী মানচিত্র আরও জটিল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে ডেমোক্র্যাটদের নীতি নির্ধারণীতে ভারসাম্য না থাকায় সেই সুযোগটি নিতে চায় রিপাবলিকানরা। এমনটি খবর পলিটিকো'র

পলিটিকো রোববার প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই নিউইয়র্কের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের একাংশ মনে করছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি তাদের পক্ষে যায়, তাহলে এমন অনেক আসনেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে, যেগুলো আগে প্রায় একতরফা হিসেবে বিবেচিত হতো। এই ধারণা থেকেই তারা আগেভাগেই বিস্তৃত পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করেছে, যাতে সুযোগ তৈরি হলে দ্রুত তা কাজে লাগানো যায়।

তবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ মোটেও সহজ নয়। ডেমোক্র্যাটদের অনেক নতুন মুখ এখনো আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন। তাদের প্রচারণা তহবিল রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক কম, যা নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন, মাঠপর্যায়ের সংগঠন এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ সবকিছুতেই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে এই ঘাটতি পূরণ করতে না পারলে অনেক সম্ভাবনাময় লড়াইও শেষ পর্যন্ত গতি হারাতে পারে।

তারপরও কিছু ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা দলীয় ও বাইরের সমর্থন পাচ্ছেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। অভিজ্ঞ নেতাদের কাছ থেকে আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তা পাওয়া মানে শুধু অর্থ নয়, বরং একটি শক্তিশালী বার্তা দল তাদের পেছনে রয়েছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলাও সহজ হয়। ধীরে ধীরে এই সমর্থন যদি বাড়ে, তাহলে ডেমোক্র্যাটদের বিস্তৃত কৌশল বাস্তব রূপ পেতে পারে।

অন্যদিকে রিপাবলিকানরা এই পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে দেখছে। তাদের মতে, নিউইয়র্কে যে অর্থনৈতিক চাপ ও বিভিন্ন নীতিগত সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার দায় শেষ পর্যন্ত ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের ওপরই চাপাবে। ফলে ডেমোক্র্যাটদের নতুন কৌশল খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না বলেই তারা মনে করছে। রিপাবলিকান শিবিরে এমন ধারণাও রয়েছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান অসন্তোষ কমে আসবে এবং নির্বাচনের সময় তা তাদের পক্ষে কাজ করবে।

এই অবস্থায় জাতীয় পর্যায়ের ডেমোক্র্যাট সংগঠনগুলো আপাতত সীমিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব আসনের ফলাফলই কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এই জায়গাগুলোতে বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং সুপরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে তারা সম্ভাবনাময় অন্যান্য এলাকাগুলোকেও পুরোপুরি বাদ দিচ্ছে না। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে এসব জায়গাতেও দ্রুত সক্রিয় হওয়ার প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। কখনো তা হালকা পরিবর্তন আনে, আবার কখনো বড় ঢেউয়ের মতো পুরো চিত্রটাই বদলে দেয়। ডেমোক্র্যাটরা আশা করছে, এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যা তাদের পক্ষে যাবে এবং নতুন লক্ষ্যবস্তু করা আসনগুলোতেও তারা প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে পারবে। বিপরীতে রিপাবলিকানরা আত্মবিশ্বাসী যে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলো অটুট থাকবে এবং বিস্তৃত কৌশল দিয়েও ডেমোক্র্যাটরা বড় ধরনের সাফল্য পাবে না।

সব মিলিয়ে নিউইয়র্কের রাজনীতি এখন অনিশ্চয়তা আর সম্ভাবনার মাঝামাঝি এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। দুই দলই নিজেদের মতো করে হিসাব কষছে, কৌশল সাজাচ্ছে এবং ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোন কৌশল সফল হবে, তা নির্ভর করবে ভোটারদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপরই।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮



ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
E TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

AZEEM HAROON & REAL ENERGY PRODUCTION
PRESENTS

REAL ENERGY PRODUCTION

SIAM AHMED IN AND AS

RAKKHOSH

DIRECTED BY MEHEDI HASSAN HRIDOY

USA DISTRIBUTIONS:
Galaxy media



রাক্ষস

PRODUCED BY
AZEEM HAROON SHAHREEN AKTER SUMI

CINEMART CINEMAS
106-03 Metropolitan Ave, Forest Hills NY, 11375

GET YOUR TICKET NOW

04-17-26	FRI	3:20PM	6:20PM	9:20PM					
04-18-26	SAT	12:20PM	3:20PM	6:20PM	9:20PM	04-21-26	TUE	2:30PM	5:30PM 8:30PM
04-19-26	SUN	11:30AM	2:30PM	5:30PM	8:30PM	04-22-26	WED	2:30PM	5:30PM 8:30PM
04-20-26	MON	2:30PM	5:30PM	8:30PM		04-23-26	THU	2:30PM	5:30PM 8:30PM

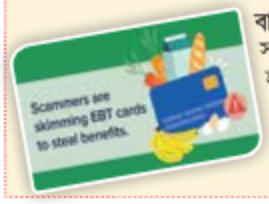
BRAND PARTNERS: GOLDEN AGE HOME CARE · STAR FURNITURE · NYSANDC · Empire Care Agency · KA ACCIDENT LAW FIRM LAW OFFICES of KIM & ASSOCIATES, P.C. · pretty collection

MEDIA PARTNERS: ঠিকানা · প্রথমপাতা

PRINTING PARTNER

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ৩০ : সোমবার, এপ্রিল ২০, ২০২৬
বৈশাখ ০৭, ১৪৩৩, জিলকদ ০১, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 30 : April 20, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

স্ন্যাপ জালিয়াতি ঠেকাতে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে বিল প্রস্তাব



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির অর্থ চুরির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সিটি কর্তৃপক্ষ। স্ন্যাপ সুবিধাভোগীদের সুরক্ষায় এবার বিশেষ অ্যান্টি-ফ্রড কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে নির্বাচনকে সামনে রেখে

কৌশলে ডেমোক্র্যাটরা : সুযোগ নিতে চায় রিপাবলিকানরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক কৌশলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পথে হাঁটছে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটরা। শুধু প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনে সীমাবদ্ধ না থেকে তারা এখন এমন এলাকাগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করছে, যেগুলো এতদিন তুলনামূলকভাবে ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

হাউজিং ভাউচার বন্ধের মুখে ঝুঁকিতে হাজারো পরিবার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে নিম্নআয়ের হাজারো পরিবার এখন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মুখে। কোভিড মহামারির সময় চালু হওয়া ফেডারেল জরুরি হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির অর্থ শেষ হয়ে আসায়, ৫ হাজারের বেশি পরিবারকে বিকল্প সহায়তার জন্য দ্রুত আবেদন করতে বলা হয়েছে। নইলে তারা ভাড়া পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে।

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (এনওয়াইচা) জানিয়েছে, জরুরি হাউজিং ভাউচার ব্যবহারকারী ভাড়াটিয়াদের আগামী ১ মে'র মধ্যে নতুন সহায়তা কর্মসূচিতে আবেদন করতে হবে। সংস্থাটি ইতিমধ্যে চিঠির মাধ্যমে বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে এবং জানিয়েছে, তারা পাবলিক হাউজিংসহ



বিভিন্ন, ভর্তুকিযুক্ত আবাসন বিকল্প বিবেচনা করছে।

তবে বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে সবাই কি নতুন বাসস্থান পাবে? এনওয়াইচা বলছে, বর্তমানে কতটি খালি ইউনিট পাওয়া যাবে, তা এখনো মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সংস্থাটির অপেক্ষমাণ তালিকায় আগে থেকেই লাখের বেশি পরিবার রয়েছে, ফলে নতুন করে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

এই ভাউচার কর্মসূচি ২০২১ সালে কংগ্রেস চালু করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল মহামারির সময় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা করা। এতে ভাড়াটিয়ারা তাদের আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ ভাড়া হিসেবে দেয়, আর বাকি অংশ সরকার বহন করে। কিন্তু প্রত্যাশার আগেই অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ায় ২০২৫ সালে এই সহায়তা বন্ধের ঘোষণা আসে, এবং নতুন করে অর্থ বরাদ্দও করা হয়নি।

বর্তমানে নিউইয়র্কে প্রায় ৫,২০০ পরিবার এই ভাউচার ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ওবামা-মামদানির বৈঠক : নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে সিটি একটি প্রি-স্কুলে শিশুদের সাথে বসে বৈঠক করেছেন। এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন ট্রাম্প প্রশাসন ও সিটি প্রশাসনের সম্পর্ক বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর সঙ্গে মামদানির সম্পর্কে টানাপোড়েন স্পষ্ট। নিউইয়র্কে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বাস্তব প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন জোহরান মামদানি। বহু বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতি, সিটির অবকাঠামোর চাপ এবং নীতিগত নানা জটিলতা সামাল দিতে গিয়ে তাকে এখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বারাক ওবামার সঙ্গে তার বৈঠককে ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

টেক্সাসে সাজু খাদেমের একক চিত্র প্রদর্শনী

আশরাফুল হাবিব মিহির: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অস্টিন শহরের ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের আয়োজনে ফ্লুগারভিল পাবলিক লাইব্রেরিতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও সঞ্চালক, পাশাপাশি চিত্রশিল্পী সাজু খাদেমের একক চিত্রপ্রদর্শনী। 'আয়না ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে বৈশাখী বইমেলা ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বৈশাখী বইমেলা ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন'। বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে স্থানীয় ভিন্নভাষিদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় এক মিলনমেলায়, যেখানে সাহিত্য, সংগীত, আলোচনা ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অভিবাসী ট্রাকচালকদের লাইসেন্স বাতিল ইস্যু

৭৪ মিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল হারাচ্ছে নিউইয়র্ক



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অভিবাসী ট্রাকচালকদের কমার্শিয়াল লাইসেন্স বাতিল না করায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য বড় ধরনের ফেডারেল তহবিলের প্রায় ৭৪ মিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে হাজার হাজার লাইসেন্স বাতিল না করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি ঘোষণা করেছে, নিউইয়র্ক প্রায় ৭৩.৫ মিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল হারাবে। কারণ অঙ্গরাজ্যটি প্রায় ৩৩ হাজার সন্দেহজনক বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স (সিডিএল) বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যদিও একটি অডিটে এসব লাইসেন্সে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছিল।

তদন্তে দেখা যায়, পর্যালোচনা করা ২০০টি লাইসেন্সের অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে বড় ধরনের ত্রুটি ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক রশীদ আহমদকে সিলেটে সংবর্ধনা

ডেস্ক রিপোর্ট: সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও এলাকায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সালাম দারুল হাদীস (মাদরাসা ও এতিমখানা)-এ আগমন উপলক্ষে উক্ত মাদরাসার শুরা কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মাদরাসার পক্ষ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। তিনি মরহুম মাওলানা আব্দুল মতিন নন্দিরগ্রামী (রহ.)-এর সন্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও "ইয়র্ক বাংলা"র সম্পাদক হিসেবেও পরিচিত। ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ গঠিত



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত সম্রাট খ্যাত মরহুম আব্দুল আলীম-কে প্রবাসীদের মাঝে তুলে ধরার পাশাপাশি তার গানের প্রচার-প্রসারই নবগঠিত স্মৃতি পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

এজন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মিশিগানে ঐক্যবদ্ধ মৌলভীবাজারবাসী আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: আমেরিকার মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত মৌলভীবাজার প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের বিভেদ ঘুচিয়ে অবশেষে এক কাতারে সামিল হলেন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

গত ১২ এপ্রিল রোববার ওয়ারেন সিটির এক রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সভায় মৌলভীবাজার জেলার দুটি পৃথক সংগঠন 'মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান' এবং 'মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র'কে বিলুপ্ত করে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com